ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-255 ■ 25 June, 2025 ■ আগরতলা ২৫ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১০ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েও থামেনি ইরান-ইজরায়েল

ঘরে বাইরে চাপে ট্রাম্প, বিরক্তি প্রকাশ

ওয়াশিংটন/তেহরান/তেলআবিব, ২৪ জুন ।। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যকার সদ্যঘোষিত যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে এবং ইসরায়েল ইরানের ওপর আর কোনো হামলা চালাবে নাএই ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ইজরায়েলের বোমা বর্ষণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, সব বিমান ঘরে ফিরে যাবে। ইরানের দিকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সমতল তরঙ্গ প্রবাহ হবে। কেউ আহত হবে না। যুদ্ধবিরতি চলছে। ট্রাম্প এই বার্তাটি তাঁর নিজস্ব ট্রুথ সোসাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি আরও বলেন, ইজরায়েল ইরানের উপর হামলা করবে না।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, "ওরা (ইরান ও ইজরায়েল) এতদিন ধরে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে যে তারা আর জানেই না তারা কী করছে। তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন, ইরান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু ইজরায়েলও করেছে। আমি দু'পক্ষের উপরেই বিরক্ত, তবে ইজরায়েল যদি আজ সকালেও হামলা চালায়, আমি সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হব। আমি ইজরায়েলকে শান্ত করতে চাই। ট্রাম্প জানান, যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী, ইরান আগে হামলা বন্ধ করবে এবং ১২ ঘণ্টা পরে ইসরায়েলও অস্ত্র বিরতি শুরু করবে। ২৪ ঘণ্টা পর আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ দিনের যুদ্ধের অবসান ঘটবে।

ট্রাম্প ও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে এক ফোনালাপের পর ইজরায়েল আরও হামলা থেকে বিরত থাকে বলে নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার পর ইজরায়েল তাদের পরবর্তী হামলা থেকে বিরত থেকেছে।

যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরও ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ অভিযোগ করেন, ইরান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে এবং এর জবাবে তিনি সেনাবাহিনীকে তেহরানের 'রেজিম টার্গেট' লক্ষ্য করে তীব্র হামলার নির্দেশ দেন। এই বক্তব্যের পরেই ট্রাম্প ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ট্রুথ সোসাল-এ তিনি লেখেন, ইজরায়েল। বোমাগুলো ফেলে দিও না। যদি করো তাহলে এটা একটা বড় ধরনের লঙ্ঘন। তোমার পাইলটদের এখনই বাড়ি নিয়ে এসো!

ইরান অবশ্য যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তেহরান জানিয়েছে, তারা ইজরায়েলকে "একতরফাভাবে আগ্রাসন বন্ধে বাধ্য করেছে" তবে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এখনও পুরোপুরি মেনে নেয়নি। যুদ্ধবিরতির ঘোষণার মধ্যেও নতুন করে হামলা ও পাল্টা হুমকি-ধমকির ফলে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক মহল গভীরভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সহসা স্বাভাবিক হচ্ছে না রেল পরিষেবা

রাজ্য থেকে দূরপাল্লার ট্রেন চালু হতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন

মালিগাঁও, ২৪ জুন ।। সহসা স্বাভাবিক হচ্ছে না রেল পরিষেবা। অন্তত পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের বিবৃতি থেকে তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ, আগামী ২৭ জুনের বেঙ্গালুরু-আগরতলা হামসফর এক্সপ্রেস আজকেই বাতিল বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই অনুমান করা যাচ্ছে, ত্রিপুরায় আবারও দূরপাল্লার রেল পরিষেবা চালু হতে অন্তত ২৮ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

আজ এক প্রেস বিবৃতিতে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, সম্প্রতি ভূমিধসের ফলে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, রেলওয়ে এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষ দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা করার একটি উচ্চ-পর্যায়ের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রাজ্য সরকার, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথোরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার বরিষ্ঠ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। যাত্রী এবং রেলওয়ের সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেন চলাচল স্থগিত রাখা অতি জরুরী ছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং জনবল মোতায়েন করে ঘটনাস্থলে ধ্বংসাবশেষ অপসারণ দ্বারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্র্যাক পুনরুদ্ধারের জন্য দিনরাত কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে যৌথ পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে এবং লাইনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশীষ দাসের হত্যাকারীদের

ফাঁসির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে মা ও স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৪ জুন।। কমলপুরের আশীষ দাস হত্যাকাণ্ডের আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী সরকারী বাসভবনের সামনে বিচার চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আশীষ দাসের মা ও স্ত্রী। ন্যায় বিচারের দাবিতে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দাবি জানান তারা।

আশীষ দাসের মা এদিন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি দলের হয়ে কাজ করেছেন তাঁর ছেলে। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে।

এই ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে ফাঁসির সাজা শোনানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুন ছোটসুরমা পঞ্চায়েতের বারোদুন গ্রামের বাসিন্দা আশিস দাস (৩৭)কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় ইটভাট্টা থেকে তার জুতো উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে ছিল রক্ত। স্থানীয়দের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাকে। তাই ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে আশীষের পরিবার। এখন দেখার প্রশাসন এবিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহন করে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথার সঙ্গে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। নিগো মাফিয়া, সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে কোন ধরনের আপোষ করা হবে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমনটা বললেও বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরেই এই সমাজবিরোধীরা বসে আছেন। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রেই চলছে দুর্নীতি, সজন পোষণ। একপ্রকার মাফিয়ারাই বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি আরো বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলার কথা বললেও বাস্তবে চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। প্রশাসনিক স্তরে রদবদল হচ্ছে। একের পর এক আধিকারিকগণ দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এদিন বিরোধী দলনেতা বিগত বেশ কয়েকদিনের ঘটনা তুলে এনে বলেন, গত ১৭ তারিখ সিপিআইএম বিশালগড় পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় এক বাড়িতেও হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। পুলিশের সামনে গোটা ঘটনা ঘটলেও এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি পুলিশকে। এছাড়াও সমসাময়িক আরো বেশ কিছু ঘটনায় পুলিশের সহযোগিতা নেই বলেই অভিযোগ করেন এদিন বিরোধী দলনেতা।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া প্রমুখ।

চারদিনের রাজ্য সফরে বিএসএফের এডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) মহেশ কুমার আগরওয়াল, আইপিএস, চারদিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন। আজ এই সফরের প্রথমদিন ছিল। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ত্রিপুরা বিএসএফের মহাপরিদর্শক (আইজি) অশ্বিনী কুমার শর্মা। বিএসএফ সদর দপ্তরে পৌঁছানোর পর, এডিজি মহেশ কুমার আগরওয়ালকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়।

ফ্রন্টিয়ার আইজি তাকে অপারেশনাল বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করেন।এদিন এডিজি বিওপি ভাগলপুর, বিওপি লঙ্কামুরা এবং আইসিপি আগরতলা পরিদর্শন করেন অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে এবং ফিল্ড কমান্ডার এবং জওয়ানদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

বিজেপির ২ শতাংশ ভোট থেকে

একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার প্রতিষ্ঠার যাত্রা খুব একটা সহজ ছিল না ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির ২ ভোট থেকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার প্রতিষ্ঠার যাত্রা, খুব একটা সহজ ছিল না। দলের কঠিন সময়ের প্রকৃত কার্য্যকর্তারা কমিউনিস্টদের ক্রমাগত সন্ত্রাস মোকাবিলা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগঠনের বিস্তারে অদম্য সাহস নিয়ে কাজ করেছিলেন বলেই ২০১৮ তে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে, যার সুফল আজ ত্রিপুরার আপামর জনগন ভোগ করছে। দুর্দিনের এই নিষ্ঠাবান কার্য্যকর্তাদের স্থান সর্বদা উনার হৃদয়ে আছেন বলে জানান পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ শ্রী দেবের আগরতলা আবাসে এমনই এক কার্য্যকর্তা জোলাইবাড়ীর অরুন ত্রিপুরা ও তাঁর পরিবারকে সম্বর্ধিত করতে গিয়ে একথা বলেন সাংসদ। তিনি জানান তাদের সম্বোধিত করতে পারে খুবই আপ্লুত সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

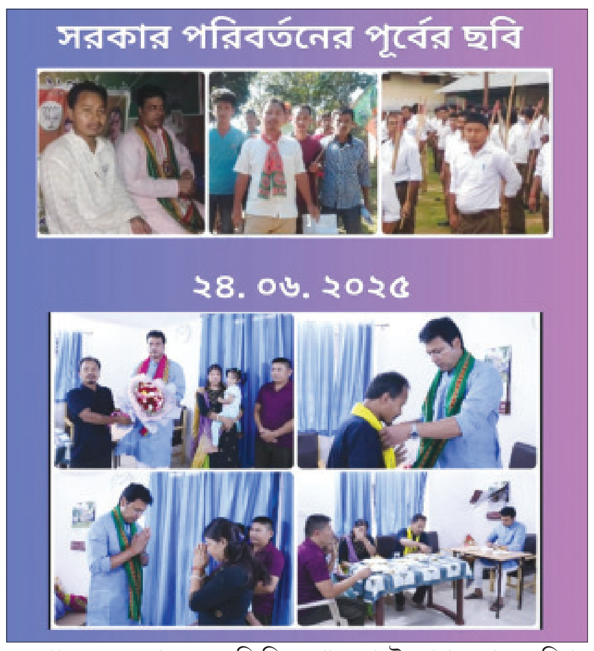

বক্রেশ্বর নদী থেকে পচাঁগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। আজ সকালে বঙ্গেশ্বর নদী থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় প্রতাপগড় ঘোষপাড়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে এক ব্যক্তি বলেন, আজ সকালে প্রতাপগড় ঘোষপাড়ায় এলাকায় দূর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীরা খোঁজাখুজি শুরু করলে দেখতে পান বঙ্গেশ্বর নদীর পাশে দেহ পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে তাঁরা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধরতি আভা জন ভাগিদারী কর্মসূচি

৩৯২ টি রাজস্ব গ্রাম উপকৃত হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ জানিয়েছেন যে, ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান (ডিএজিজিইউএ) ও ধরতি আবা জন ভাগিদারী অভিযান প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ৭৭৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি, যার মধ্যে রয়েছে ৩৯২টি রাজস্ব গ্রাম, তারা উপকৃত হবে। কৃষিমন্ত্রী, যিনি "ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান" ও "ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান"-এর জন্য পশ্চিম জেলার প্রভারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি এই অভিযানে ব্যাপক সাফল্য আনতে সমস্ত জনজাতীয় নেতা ও কর্মীদের নিয়ে ভগৎ সিং যুব ছাত্রাবাসে একটি বৈঠক করেন। পরবর্তী সময় তিনি সংবাদ মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন এই প্রকল্পটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে শাসকদল ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে শাসকদল সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। বড়জলার অলঙ্গনগরে আক্রান্ত দলীয় নেতার বাড়িতে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, গত রবিবার সিপিআইএম ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের লোকাল সম্মেলন বাদল দাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।দিনভর শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলন চললেও, রাত নামতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদের কথা চিন্তা না করে সংগঠনের জন্য কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। পদের কথা চিন্তা না করে সংগঠনের জন্য কাজ করতে হবে। সবাইকে নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। সবাইকে সম্মান করতে হবে। কাজের উপর ভিত্তি করে যথাস্থানে যায় মানুষ। দলকে শক্তিশালী করতে হলে মানুষের সমস্যায় পাশে দাঁড়াতে হবে। বুথকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে পার্টির অবস্থান মজবুত করতে হবে।

আজ সন্ধ্যায় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ভারতীয় জনতা পার্টির ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি মন্ডল কমিটির নবনিযুক্ত সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনতার জালে মহিলা নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ জুন।। খোয়াই শহরে নেশার রমরমা এবং চোরের উপদ্রবে যখন জনজীবন অতিষ্ঠ, তখন পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে কার্য্যত প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার খোয়াই থানাধীন সোনাতলা ভবতোষ পাড়ায় ঝুমা দাস নামে এক মহিলা ড্রাগস কারবারিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকাবাসী। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে, পুলিশি ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে জনগণই আইন নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৫ জুন, ২০২৫ ইং
১০ আষাঢ়, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চিরভাস্বর

জন্মিলে মরিতে হইবে, ইহা চিরন্তন সত্য। জীবতকালে কিছু মানুষ এমন কিছু কাজ করিয়া যান যাহা চিরকাল মানুষ স্মরণ করেন। শুধু মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিলেই মানব জীবন সার্থক হয় না। মানুষের জন্য সমাজের জন্য দেশের জন্য কিছু করিয়া যাইতে পারিলেই মানব জীবন সার্থক হয়। সমাজে এমন কিছু মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যাহারা আমাদের কাছে চির ভাস্কর হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। তাহাদের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম জয়ন্তীতে তাহার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬ জুন ১৮৩৮ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং - ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ প্রায়াত হন। ভারতের বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি শহরের নিকটস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।তিনি ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাহার অসীম অবদানের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাহাকে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে গীতার ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে, সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশ রাজের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছদ্মনাম হিসেবে কমলাকান্ত নামটি বাছিয়া নিয়াছিলেন। তাহাকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।এছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য সম্রাট হিসেবে পরিচিত।

সরকারি কর্মকর্তা, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর
উল্লেখযোগ্য রচনাবলি
আনন্দমঠ,দুর্গেশনন্দিনী,রাজসিংহ
দাম্পত্যসঙ্গী,রাজলক্ষ্মী দেবী,
স্বাক্ষর রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের কবিতা বন্দে মাতরম ১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

সরকারি চাকরি করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশদের শোষণ ও মানুষের মনের কোনে জমিতে থাকা স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতিধ্বনি অনুভব করেন।

রাষ্ট্রীয় সংগীত রচয়িতা

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংগীত বন্দে মাতরম গানের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। এই সংগীত ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশ প্রেমিক সংগ্রামীদের কণ্ঠস্বর হইয়া উঠিয়াছিল।ভারতের সকল বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী এই গানটিকে তাহাদের মনে স্থান দিয়াছিলেন সংগ্রামের মন্ত্র হিসাবে। সকল ধর্মের সংগ্রামীরা ব্রিটিশ শাসকের কাছে প্রাণ দেয়ার পূর্বে বন্দে মাতরম গাইয়াছেন।সর্ব কনিষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির কাষ্ঠে নির্ভীক ভাবে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে গাইয়াছেন বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম মন্ত্রে ইংরেজরা এতটাই ভয় পাইয়াছিল যে এই গানটি পরে তাহারা নিষিদ্ধ করে।বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা নিজের জীবন গড়ে তুলিয়াছিলেন ও দেশের মুক্তির জন্য মসী ' ধরিয়িছিলেন , তাহা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের কাছে এখন সমসাময়িক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতাদর্শ ও ভাবধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য আমাদের প্রয়াস নিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কবি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে দেশাত্মবোধের মন্ত্রে আমরা এতটা দীক্ষিত হইতে পারিতাম না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩ বছর পরও আমাদের কাছে গর্বের

শ্রদ্ধার। চিরকাল দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধার আসনে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে এটাই হোক আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

তেলেঙ্গানায় ১৬ বছরের কিশোরী মায়ের খুনে জড়িত: প্রেমিক ও ভাইয়ের সহায়তায় খুন

হায়দ্রাবাদ, ২৪ জুন : তেলেঙ্গানার মেদচল জেলায় এক ১৬ বছরের মেয়ের বিরুদ্ধে নিজের ৩৯ বছর বয়সি মাকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এই কিশোরী তার প্রেমিক এবং তার ছোট ভাইয়ের সহায়তায় এই ভয়াবহ অপরাধ ঘটিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ছাত্রী দশম শ্রেণিতে পড়ে। তার মা অঞ্জলি মেয়েকে প্রেমিকের সাথে সম্পর্ক নিয়ে বকাঝকা করায়, সে প্রেমিক পাগিল্লা শিবা (১৯) এবং তার ভাই পাগিল্লা যশ্বন্ত (১৮)-এর সঙ্গে মিলে মাকে হত্যা করার ছক কষে। অভিযোগ, তিনজন মিলে প্রথমে অঞ্জলিকে গলা টিপে হত্যা করে। তারপর লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অঞ্জলির। এই ঘটনা ঘটে হায়দ্রাবাদের উপনগর জিডিমেটলায়, যা মেদচল জেলার অন্তর্গত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এটি একটি পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে এবং একটি মামলা রুজু হয়েছে। তাদের থেকে আরও তথ্য জানতে তদন্ত চলছে। একই ধরনের ঘটনা গত মাসে ঘটেছিল ওড়িশার গজাপতি জেলায়। সেখানে, ১৩ বছরের এক কিশোরী ও তার দুই পুরুষ সঙ্গীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যিনি তাকে ছোটবেলা থেকে দত্তক নিয়ে বড় করেছেন সেই মহিলাকে খুন করার অভিযোগে।

ওড়িশা পুলিশের দাবি, কিশোরী এক মন্দিরের পুরোহিত গণেশ রাঠ ও দীনেশ সাহু নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং রাজলক্ষ্মী কার নামের ওই মহিলাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। রাজলক্ষ্মীর বিরোধিতা এবং সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল এই হত্যার কারণ বলে অনুমান।

কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারীর মৃতদেহ আবর্জনার ভাগাড়ে উদ্ধার, লিভ-ইন সঙ্গী গ্রেফতার

হ্যামিলটন, ২৪ জুন : কানাডার অন্টারিও প্রদেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শালিনী সিংহ (৪০)-এর নিখোঁজ হওয়ার কয়েক মাস পর তাঁর আংশিক মৃতদেহ আবর্জনার ভাগাড় থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় তাঁর সহবাসী সঙ্গী জেফরি স্মিথ (৪২)-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ডিগ্রির খুন এবং মৃতদেহের অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে।

শালিনীর পরিবার গত বছরের ১০ ডিসেম্বর তাঁকে নিখোঁজ বলে রিপোর্ট করেছিল। তদন্তকারীদের মতে, তিনি ৪ ডিসেম্বর তাঁর মা অনিতা সিংহের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন। তিনি এবং স্মিথ অন্টারিওর হ্যামিলটনের একটি অ্যাপার্টমেন্টে একত্রে বসবাস করতেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২১ মে হ্যামিলটনের নিকটস্থ ক্যালেডোনিয়ার গ্ল্যানব্রুক ল্যান্ডফিল থেকে আংশিক মানবদেহের অংশ উদ্ধার করা হয়। ডিএনএ বিশ্লেষণে নিশ্চিত হয় যে সেটি শালিনী সিংহেরই দেহাবশেষ। হ্যামিলটন পুলিশের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ড্যারিল রিড জানান, তদন্তে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় যে শালিনী অ্যাপার্টমেন্ট থেকে জীবিত অবস্থায় বের হননি এবং সম্ভবত তাঁর মৃতদেহ গারবেজ ডিসপোজাল সিস্টেমের মাধ্যমে ভবন থেকে সরানো হয়।

গোয়েন্দাগিরি

ডঃ প্রনব সেনগুপ্ত, আইনজীবি

আগরতলা থেকে উত্তর ত্রিপুরা যাওয়ার একমাত্র পথ আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা। ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটক স্থানের অন্যতম হচ্ছে উত্তর ত্রিপুরার জেলা শহরের অদূরে ঊনকোটি তীর্থস্থান। পাহাড়ের উপর পাথর খোদাই করা অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি, ঝর্ণার জল, এক অপরূপ মনোরম দৃশ্য। বিশালাকার পাথরের উপর শিবের নিখুঁত কষ্টিক পাথরের মূর্তি ঝর্ণার জল গড়িয়ে গহ্বরে যেখানে জল জমেছে সেখানে তীর্থযাত্রীরা স্নান করে পুণ্য লাভ করে। ঊনকোটি পাহাড় এককথায় মানুষের কাছে যেমন পবিত্র তীর্থস্থান তেমনি প্রচন্ড আকর্ষনীয়। পাহাড় পার হয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। মনে হয় বহু পুরানো আমলের রাজ, রাজাদের ভাস্কর্যের কীর্তি, যা আজো স্মৃতি ও অপরূপ সৌন্দর্য বহন করে চলেছে। রাজ্যের শিল্প, সংস্কৃতিতে ঊনকোটি এক সমধিক পরিচিত নাম। প্রলয় দেবরায়, শ্রীকান্ত সান্যাল, পল্লব চক্রবর্তী, স্কুলজীবনের বন্ধু। প্রলয় এবং শ্রীকান্ত ব্যবসা করে। পল্লব বিদ্যুৎ নিগমে এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। তবে তিন বন্ধুর কেহই এখনো বিয়ে করেনি এবং তাদের বন্ধুত্ব এখনো অটুট। প্রতি বছর তারা কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়। এ-বছর কৈলাসহর এসেছে, সেখান থেকে ঊনকোটি পাহাড় এবং জম্পুই হিলের কমলাবাগান ও ত্রিপুরার সর্বোর্চ পাহাড় বেথলিংশীপ দেখার পরিকল্পনা। জম্পুই হিল ত্রিপুরার টাইগার হিল, ঝকঝকে আকাশের নীচে পাহাড়ি ঝর্নার জল, চারদিকে কমলা বাগান, উঁচু উঁচু পাহাড়ে সুদৃশ্য কাঠের সু-সজ্জিত বাংলো টাইপের ঘর। ত্রিপুরার শেষ সীমানা কনপুই, সেখানে স্থানীয় উপজাতি মানুষের বাস, কনপুই এর মিজোরাম সীমান্ত মিজোরামের মামিদ জেলা। ভাষাভাষী দিক দিয়ে জম্পুইহিলের মানুষের সাথে মিজোরামের মানুষের মিল আছে, ধর্ম সংস্কৃতি প্রায় একই ধরনের। কনপুইয়ের দক্ষিণে গেলে পাহাড়, উৎরাই পার হয়ে খানল্লাং পাহাড় সেখানে আছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প, তারপরই আন্তর্জাতিক সীমানা, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত, গবীর উপজাতি মানুষের বাস। এমনকি অনেকে জানেও না তারা কোন দেশের বাসিন্দা। প্রকৃতির খেয়ালে তুমুল বৃষ্টি নামল। প্রলয়, শ্রীকান্ত পল্লবরা কৈলাসহরে হোটেলবন্দী। পরের দিন কৈলাসহর বাসস্টান্ডে এসে ঊনকোটি যাবে বলে বাসে উঠতে গেলে ড্রাইভার ও অন্যান্য যাত্রীরা বললো কৈলাসহর ধর্মনগর যাওয়ার পথে বেশ কয়েক জায়গায় ধস পড়েছে। সবে মাত্র রাস্তা পরিস্কার করছে। সারা দিন লেগে যাবে। আপাতত সব গাড়ি বন্ধ। মনমরা হয়ে তিনবন্ধু ফিরে এল হোটেলে। কৈলাসহর থেকে ঊনকোটি যাওয়া হলো না তাহলে জম্পুই হিল যাওয়া তো আরো দুস্কর। জম্পুই পাহাড়ি রাস্তা আরো অনেকবেশি ভয়ানক হবে। প্রচন্ড রিস্ক। তিনবন্ধু ভাবল এভাবে যদি আরো তিন চারদিন আটকে যায় তবে প্রোগ্রাম কাটছাঁট করে নতুনভাবে প্ল্যান কষতে হবে।

বাসস্টান্ডেই তিনবন্ধুর সাথে এক স্মার্ট মেয়ের দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসায় জানতে পারে মেয়েটির নাম অন্বেষা মিত্র। ওদের এক হোটেলেই থাকে, গতকাল দুপরে তিনবন্ধু মেয়েটিকে খাবারের টেবিলে দেখেছে নজরকাড়া সুন্দরী। আজ বাসস্টান্ডে পরিচয় হয়ে গেলো। প্রচন্ড স্মার্ট। সে নিজেকে কোলকাতার মেয়ে বলে পরিচয় দেয়। সমস্ত ত্রিপুরা একাই চষে বেড়াচ্ছে। সে বলে বন পাহাড় ঘুরে প্রাকৃতির তথ্য সংগ্রহ করা তার হবি। কাঁধে ঝুলানো আছে দামী বিদেশি কোম্পানীর ডিজিটাল ক্যামেরা। সে বলে দক্ষিণের ধর্মস্থান ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির থেকে পিলাক পাহাড়, সাব্রুম শহরের সীমান্ত থেকে চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্ট, বিলোনিয়ার চর অঞ্চল, পশ্চিম ত্রিপুরার মেলাঘরের রুদ্রসাগর, সংরক্ষিত প্রাণীদের জন্য সিপাহীজলা, ভারত বাংলা সীমান্তের কসবা মায়ের মন্দির থেকে মতিনগর, ফুলতলী, এমনকি ভারত বাংলা সীমান্তের ভাগলপুর গ্রামের গাজী বাবার দরগা সব জায়গা সে দেখে ফেলেছে। বলেছে কখনো, কোথাও তার অসুবিধে হয়নি কোথাও সীমান্তের লোকজনদের সাহায্য পেয়েছে, কোথাও বা নিরাপত্তা রক্ষীদের।

প্রলয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মৃদু হেসে এগিয়ে এল অন্বেষা। প্রলয় বলল, ব্যাড লাক, কৈলাসহরে বসে আর সময় নষ্ট করা যায় না, ফিরে যেতে হবে সময় কম। অন্বেষা বলে কেন? এখান থেকে অনেক জায়গা দেখার আছে। আমিও তো জম্পুই হিলের প্রোগ্রামটা আপাতত ক্যানসেল করে দিয়েছি। একটা অটোভ্যান জোগাড় করেছি। ঊনকোটি যাচ্ছি। দুর্দান্ত জায়গা, একেবারে স্বর্গ উদ্যান। যেমনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাথরে খোদাই মুর্তি, বিশাল উঁচু থেকে ঝর্ণার জল গড়িয়ে নামছে, নানাহ পাহাড়ি ফুল পাহাড়ের চূড়ায়, যেখানে আছে শিবমন্দির। তাছাড়াও থাকার জন্য আছে ডাকবাংলো, স্থানীয় "হালাম" উপজাতীয় লোকরা খুব ভাল সরল প্রকৃতির। যে কোন কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং আপনারা ইন্টারস্টেড থাকলে চলুন। যাতায়াতের খরচটা শেয়ারড হয়ে যাবে। ঊনকোটির শিবের সঙ্গে সুন্দরী মেয়ের আকর্ষণ। তাই আমরা তিনবন্ধু সিদ্ধান্ত নিতে মূহুর্ত ও গড়াল না। তড়িঘড়ি হোটেলে কি প্রয়োজনীয় জিনিস ও ব্যাগ নিয়ে আমি শ্রীকান্ত, পল্লব, আর কোলকাতার সুন্দরী অন্বেষা, অটোভ্যানের ড্রাইভার রবি, সে লোকাল ছেলে, আমরা পাচঁজন ছুটলাম। বৃষ্টিতে কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা ধরে ভগবান নগর হয়ে নির্জন রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটল। বেলা বারোটার আগেই গাড়ি পৌঁছে গেল ঊনকোটিতে। পাহাড়ের নীচে অবাক করে দেওয়া ছবির মতো সুন্দর গ্রাম, কিন্তু হালাম পরিবারের অস্থায়ী বাস, শীতকালে ওরা এখানে পাহাড়ে আগুন দিয়ে বন পরিষ্কার করে জুম চাষ করে, ঊনকোটির দৃশ্য দেখতে প্রলয়, শ্রীকান্ত পল্লব সাথে কোলকাতার সুন্দরী- অন্বেষা বেলকুম পাহাড় বেয়ে ঊনকোটিতে সিঁড়ি বেড়ে উপরে ওঠে। না দেখলে পাহাড়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করা সত্যিই মুশকিল। ঊনকোটি পাহাড়ের স্থানে স্থানে সরকারি আদেশ নামার অনেক বোর্ড দেখা গেল, যাতে বাংলা ও ইংরেজি দু- হরফের লিখা আছে। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে তিনবন্ধু উপরে উঠছিল এবং দেখছিল পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা মূর্তিগুলো। তিনবন্ধুর মধ্যে নানাহ কথা হচ্ছিল, কে এই অপরূপ মূর্তিগুলো পাহাড়ের গায়ে বানিয়েছিল? কখন বানিয়েছিল? ত্রিপুরার কোন রাজার আমলে বানিয়েছিল? কি সুন্দর ভাস্কর্য। আধঘন্টা বাদে ওদের তিনবন্ধুর খেয়াল হল অন্বেষাকে দেখতে পাচ্ছে না, হারিয়ে গেছে। তিনবন্ধু হাঁফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপর জলকুন্ড পর্যন্ত উপরে উঠে। প্রায় একঘন্টা বাদে অন্বেষা ফিরে এল। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসার উত্তরে কোনও পাত্তা দিল না। বন্ধুরা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পল্লব বলে উঠে অন্বেষা, দেখছি এ অঞ্চলটা তোমার একদম মুখস্থ। তুমি সাজেষ্ট কর কিভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ঘুরে দেখা যায়। দ্যাখো লজ্জার ব্যাপার, আমরা রাজ্যের ছেলে হয়েও অত কিছুই জানি না। কিন্তু তোমার দেখছি ক্লিয়ার কনসেপসআছে। খোঁজ নিয়েছি বেলকুম পাহাড়ে ধস নেমেছে। অন্বেষা বলে উঠে বস্তির পাশ দিয়ে পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে উপরে শিব মন্দির যাবো চলো, শ্রীকান্ত জিজ্ঞেস করে ওখানে কি আছে। অন্বেষা বলে বিশালাকার বটগাছ, যা তুমি হয়ত এ জীবনে কখনো দেখোনি।, এই বটগাছের তলায় কষ্টিপাথরে তৈরী শিবের সম্পূর্ণ অবয়ব। এছাড়া রাজ আমলের নানাহ কীর্তি পাহাড়ের গায়ে, মাটিতে পাথরের মাঝে খোদিত আছে। বিদেশে এগুলি মহামূল্যবান। তাছাড়া উপরে আছে অপরূপ নানা ফুলের দৃশ্য। উপর থেকে প্রাকৃতিকভাবে জল গড়িয়ে নীচে, বহু নীচে কুন্ডতে কিভাবে অনবরত জল পড়ছে তা দেখতে পাবে। এই জায়গাটা রাজ্যের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এবং স্থানীয় উপজাতিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। প্রতিবছর ঊনকোটি মেলার ওপার থেকে বহু মানুষ আসে। প্রলয় জিজ্ঞেস করে ওপার মানে। অন্বেষা বলে আরে বোকা, ওপার মানে সীমান্তের ওপার থেকে। প্রলয় জিজ্ঞেস করে তুমি অতকিছু জান কিভাবে? অন্বেষা বলে জানার ইচ্ছে থাকলেই জানা যায়। এত চড়াই মাত্র তিন কিলোমিটার রাস্তা বয়ে..... প্রলয় বলল কাজেই বুঝতেই পারছ কি ভাবে, কি রকম খাড়াই রাস্তাটা। তবে গেলে ঠকবো না। প্রলয় বললো আমার তো আপত্তি নেই। তোরা কি বলিস? প্রলয় বাকী দু-বন্ধুর দিকে তাকাল। একে একে সবাই রাজী হয়ে গেল। অন্বেষা বলে আমার একটা শর্ত আছে তোমরা আমার সঙ্গে যাচ্ছ বলেই ডোন্ট ফলো অন মি। আমার একান্ত দরকার, তবে তোমাদের কোন ইনফরমেশন দরকার হলে বলবে। অন্যথায় তোমরা তোমাদের মতো ঘুরবে, আনন্দ করবে তাতে আমার কোন প্রবলেম নেই। বেলকুম ও ঊনকোটি পাহাড়ের চরাই, উৎরাই যে আগরতলার রাস্তাই হাঁটা নয়, সেটা ভালভাবে টের পেল ওরা তিনবন্ধু। অন্বেষা অভ্যস্থ, পায়ে অনেক আগেই পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল। উপরে উঠে শিবমন্দিরের পাশে একটি বাঁশের তৈরি মাঁচার উপর শ্রীকান্ত হাত পা ছড়িয়ে বলল, যাই বল বন্ধু, দস্তুর মতো থ্রিলিং এক্সপেরিয়েন্স। অন্বেষা মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ। প্রলয় গম্ভীরস্বরে বলল, আমি আর নেই ভাই। পল্লব তুমি যাও, অন্বেষার সঙ্গে প্রেম কর। পায়ে ক্র্যাম ধরে গেছে, কোনরকমে হোটেলে পৌঁছলে দু-দিন আর নড়ছি না। শালা, বেড়াতে এসেছি না কষ্ট করতে এসেছি। এ যেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। শ্রীকান্ত ও হাত তুলল। বললো প্রলয়, আমি ও তোর সাথে আছি।

প্রলয়, শ্রীকান্ত, বাশের তৈরি মাচাং এর উপর পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। পল্লব এক পা দু-পা করে এগোতে থাকে, মনে মনে ভাবে অন্বেষা তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ। অন্বেষাও ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে কোথায় যেন একটু খুশী হল। অন্বেষা ভাবে ও আসুক না, প্রয়োজনে আমি ওর সাহায্য নেবো ও ভালবাসায় হাবুডুবু খাক আর আমি আমার কাজটা শেষ করি। হঠাৎ পল্লব দেখতে পেলো মন্দির থেকে খানিকটা দূরে অন্বেষা মন্দিরের সাধুর সাথে বসে একান্তে কি যেন বলছে। পল্লব ভাবে কি আশচর্য। একটু আগে দেখলাম লালবস্ত্র পরিহিত সাধু মাটির উপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কিন্তু এখন লাঠি বিহীন অন্বেষার সাথে ঝোঁপের আড়ালে পাহাড়ের ছাদে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে। পল্লবের মনে সন্দেহ হয়, সে ও নিজেকে লুকিয়ে রাখে, পল্লবের ভালবাসা, অন্বেষার প্রতি দুর্বলতা যেন উঠে গেছে। পল্লব দেখতে পেলো খানিকটা পাহাড়ি পথ হেঁটে সাধু এবং অন্বেষা একটা উঁচু টিলায় বৃহদাকার গাছের নীচে দাঁড়ায় এবং উপর থেকে সীমান্ত ও নিরাপত্তারক্ষীদের চৌকিগুলো ভাল করে লক্ষ্য করছে, তারপর পাহাড়ের উপর থেকে সেল ফোনে উর্দু ও হিন্দি মেশানো ভাষায় কি যেন বলছে, মেয়েটির কথা শেষ হওয়ার পর সাধুও সেল ফোনে খানিকক্ষণ কথা বলে। তারপর দেখা গেল সাধু ও অন্বেষা মাটিতে বসে পড়ে, অন্বেষা তার ব্যাগ থেকে একটি ম্যাপের মতো বের করে সেখানে নিভৃতে মনোযোগ দিয়ে উভয়েগ্রাউন্ডি ম্যাপিং করছে। পল্লবের বুঝতে দেরী হলো না অন্বেষা আসলে কোন বিদেশি এজেন্সির হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে আর টুরিষ্ট সেজে একটি মেয়ের পক্ষে এ কাজটা ভাল করা যায়। পল্লব বুঝতে পারে অন্বেষা নামে মেয়েটি টুরিষ্ট সেজে নিবৃত্তে গুপ্তচর বৃত্তির কাজটাই করছিল। পল্লবের মনে স্বদেশপ্রেম জেগে উঠে, পল্লব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সোজা চলে যায় ছদ্মবেশী সাধু আর অন্বেষার কাছে, বলে উঠে আমি সব দেখেছি তোমার ব্যাগে কি, তোমার সেলফোনটা দেখি তুমি কার সাথে কথা বলেছ। পল্লব প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে শুনশান পাহাড়ে বন্ধুরা অস্থির হয়ে উঠেছে পল্লবের খোঁজে। হঠাৎ দুই বন্ধু প্রলয় ও শ্রীকান্ত পল্লবের আর্তচিৎকার শুনে এদিক ওদিক ছুটতে শুরু করে। এক অসতর্ক মূহুর্তে ভন্ডসাধু আর অন্বেষা ধাক্কা দিয়ে পল্লবকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেয়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, দুই বন্ধু ছুটাছুটি করে দেখতে পায় অন্বেষা আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নীচে নামছে। পাহাড়ে চড়তে যত কষ্ট নীচে আসতে ততটা কষ্ট নয়। অন্বেষা শ্রীকান্ত, প্রলয়কে দেখতে পাই, বলে উঠে একটা চিৎকার শুনলাম, তোমরা শুনেছ কি? প্রলয় বলে পল্লব তো তোমার সাথে গিয়েছিল, তাহলে সে কোথায়? অন্বেষা বলে না তো সে তো তোমাদের সাথে ছিল, আমার সাথে তো কেউ ছিল না। আমি একাকী ঘুরে ঘুরে দেখেছি আনন্দ নিয়েছি, আমার ভাবনা এ রাজ্যের বন- পাহাড় নিয়ে একটি তথ্যভিত্তিক বই বের করবো। রাত হয়ে গেছে, কোথায় খুঁজব পল্লবকে? অন্বেষা বলে হয়ত ও রাস্তা হারিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে, ঠিক আছে সকালে খোঁজা যাবে। শ্রীকান্ত বলে তিনজন একসাথে এসেছি বাড়িতে গিয়ে আমরা কি বলব। অন্বেষা বলে অতো চিন্তার কিছু নেই, কাল সকালে দ্যাখো ঠিক পেয়ে যাবে। প্রলয় বলে আমি সিওর যে চিৎকারটা আমরা শুনেছি সেটা পল্লবের। কোন বন্যজন্তু আক্রমণ করলো না তো। অন্বেষা বলে অযথা মিছিমিছি ভাবছ। প্রলয় বলে রাত হয়ে গেছে কিভাবে যাবো? অন্বেষা বলে চলো অসুবিধে নেই, এ রাস্তাটা আমার জানা আছে। শ্রীকান্ত বলে লোকাল থানাতে একটা ফোন করলে কেমন হয়। অন্বেষা বলে অযথা সমস্যা তৈরি করছ। পল্লব এতো বোকা ছেলে নয়। সে ঠিক বের হয়ে আসবে। চলো এতো চিন্তার কিছু নেই। শ্রীকান্ত, প্রলয়ের প্রচন্ড টেনশান হচ্ছে। যাই হোক রাতে ঊনকোটি পাহাড়ে তো বসে থাকা যায় না? অন্বেষার দেখানো পথে পাহাড় থেকে নেমে রাস্তায় আসে শ্রীকান্ত, প্রলয়, আর অন্বেষা, ডাকবাংলোর বারান্দায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে অটো ড্রাইভার রবি ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রলয়রা ডাকতেই হুড়মুড়ি খেয়ে রবি উঠে পড়ে, বলে দাদা রাত ৭টা বেজে গেছে। চলুন তাড়াতাড়ি এলাকাটা বেশি ভাল নয়। এর মাঝেই শ্রীকান্ত লক্ষ্য করে অন্বেষার মোবাইলে তিন-চারবার মিস্কল আসে কিন্তু অন্বেষা ফোন রেস্পনস করছে না বরং সে খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছে। খুব সর্তকভাবে শ্রীকান্ত আর প্রলয়ের দিকে তাকাচ্ছে। গাড়ি চলতে থাকে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে কৈলাসহর পথে, এরই মাঝে রবি হঠাৎ বেঁফাস বলে উঠে ম্যাডামকে নিয়ে এ পর্যন্ত আমি তিনবার আসলাম এখানে। কথাটা প্রলয়ের কানে বাজে প্রলয়ের যেন একটা অজানা সন্দেহ তাড়া করে। যাই হোক হোটেলে এসে প্রলয় হঠাৎ করে বাইরে যায়, ড্রাইভার রবিকে বলে ভাই তুমি একটু অপেক্ষা করো। অন্বেষা তার রুমে ঢুকে যাই। প্রলয় শ্রীকান্তকে বলে দেখ বন্ধু ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না, পল্লবের কিছু হলে দায় আমার আর তোর উপর। ওদের পরিবার আমাদের ছাড়বে না, এছাড়া আমার কাছে এই সুন্দরীর কথাবার্তা ভাল ঠেকছে না, যদি কাল সকালে কেটে পড়ে ওর টিকির নাগালও পাওয়া যাবে না। বরং তুই লক্ষ্য কর যাতে সুন্দরী পালাতে না পারে আমি একটু থানাতে যাই, ঘটনার বিহ্বলতা কাটিয়ে শ্রীকান্ত বলে ঠিক আছে, তাই হোক, তুই থানায় যা আমি এ দিক সামলে নেব। প্রলয় বের হয়ে ড্রাইভার রবিকে থানায় ঠিকানা জিজ্ঞেস করে এবং রবিকে সাথে নিয়ে থানায় যায়। থানার সামনে প্রলয় রবিকে সমস্ত ঘটনা বলে। তারপর রবিকে সাথে নিয়ে প্রলয় সোজা চলে যায় ও.সির রুমে প্রলয় ওসি সুভাষ মুখার্জীকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে ওরা ছোটবেলার তিনবন্ধু আগরতলা থেকে কৈলাসহরে আসে ঊনকোটি পাহাড় দেখতে, তারপর তাদের জম্পুইহিলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। বৃষ্টির দাপটে তাদের জম্পুই হিল যাওয়া হয়নি, হোটেল আর বাসস্ট্যান্ডে পরিচয় হয় কোলকাতার তরুণী অন্বেষা মিত্রের সাথে, সেই জানিয়েছে এই এলাকা উনার চেনা। উনার কথাতেই শেয়ারডকরে অটোরিক্সা ভাড়া করে তারা ঊনকোটি পাহাড়ে যায় প্রলয় ও শ্রীকান্ত ওরা দু-জন টায়ার্ড হয়ে মন্দিরের মাচাং-এ শুয়ে পড়ে। বন্ধু পল্লব অন্বেষার সাথে উপরে ওঠে, সন্ধ্যার আগমুহুর্তে পল্লবের কণ্ঠের ন্যায় আর্তচিৎকার শুনে, ওরা খোঁজাখুজি করে দেখে অন্বেষা পাহাড় থেকে নামছে, জিজ্ঞাসা করলে অন্বেষা বলে সে ও চিৎকার শুনেছে, কিন্তু পল্লব ওর সাথে যাইনি। ও.সি সুভাষবাবু ড্রাইভার রবিকে ডেকে ঘটনা জানতে চায়, রবি বলে স্যার আমি তো ডাকবাংলার বারান্দায় শুয়েছিলাম, আমি উনাদের সাথে যাইনি। তবে এটুকু বলতে পারি, এই ম্যাডামকে নিয়ে এখানে আমি তিনবার এসেছি। প্রলয় করজোরে ও সি কে বলে ওঠে স্যার আমাদের একটু সাহায্য করুন যাতে আমরা পল্লবকে খুঁজে পাই। ও. সি সুভাষবাবু সমস্ত ঘটনা শুনে, এক অফিসারকে ডাকেন, সবার নাম, ধাম, ঘটনার সম্বন্ধে লিখে প্রলয়কে নিয়ে সোজা জিপ গাড়ি করে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, রাত তখন প্রায় এগারটা। প্রলয়কে দূরে সরিয়ে খানিকক্ষণ হোটেলের মালিকের সাথে কথা বললেন। হোটেল মালিক বললেন সুন্দরী তরুণী অন্বেষা মিত্র এ পর্যন্ত তিনবার উনার হোটেলে এসেছেন। হোটেলের রেজিস্টারে পারপাস অব ভিজেটে লিখা আছে। স্টাডি হোটেলের রেজিস্টার চেক করে ও.সি সাহেব থানায় কি যেন টেলিফোন করে বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন মহিলা পুলিশ সাথে তিনজন সশস্ত্র পুলিশ হোটেলে হাজির। হোটেল মালিককে সাথে নিয়ে প্রথমে আমাদের ঘরে ঢুকেন, কি যেন তল্লাশিও করেন। শ্রীকান্ত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, তার দু-চোখ গড়িয়ে জল বের হচ্ছে। আমাদেরকে বলেন আপনাদের আমার সাথে থানায় যেতে হবে। তারপরেই আচমকা আমাদের সাথে নিয়ে হোটেল মালিকসহ তিন মহিলাপুলিশ সহ অন্বেষার ঘরে ঢুকেন। ঢুকেই প্রশ্ন করেন-ম্যাডাম এতরাত আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে অন্বেষা বলে না তো কোথায় যাবো? তবে আপনি একদম ড্রেসআপ হয়ে কেন? জিনিস পত্র দেখছি সব গুছিয়ে নিয়েছেন। না এমনিতেই বিছানার উপর ব্যাগটা ধরতে গেলে অন্বেষা বলে উঠে, এটা আমার পার্সোনাল ও.সি সুভাষবাবু বলে উঠে পার্সোনাল জিনিষ তখনই দেখা হয় যখন তাতে কোন অভিযোগ বা সঙ্গতকারণ থাকে। ঠিক আছে আপনি চলুন, আপনাকে থানাতে যেতে হবে। অন্বেষা বলে উঠে রাতে কেন সকালে যাবো? ও.সি বলে উঠেন সকালে যেতে হলে তো আমরা এখন আসতাম না, ঠিক আছে আপনি পার্সোনাল ব্যাগ নিয়ে নিন। আমাদের মেয়েরা আপনার সাথে আছে। ও.সি সুভাষবাবু মেয়েদের চোখের ভাষায় কি যেন বুঝিয়ে দেন। হোটেল মালিককে বলেন এ দুটো রুম আর খুলবেন না, যতক্ষণ পুলিশ না বলে, কে বলে দুটো গাড়ি করে আমাদের দু-জন আর কোলকাতার অন্বেষা মিত্রকে নিয়ে থানায় আসেন। থানায় ঢুকেই ও.সি সুভাষবাবু অন্বেষাকে বলে আপনার নামটা ঠিক আছে তো? স্মার্ট মেয়ে নিখুঁত ইংরেজি এক সেকেন্ডে বলে আপনার কি সন্দেহ আছে নাকি? ও.সি সুভাষবাবু বলে ওঠেন সন্দেহ আছে বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম, সন্দেহ আছে বলেই তো থানাই নিয়ে এলাম। সোজা কিছু না বললে অনেক রাত্রি পর্যন্ত হয়তো ইন্টাররোগেশন করতে হবে। প্রলয় হতাশভাবে বলল, সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেল। তারপর মনে হচ্ছে দোষ না করে সবার কাছেই দোষী হলাম, পুলিশ কেসে ফেঁসেছি। লাইফটা ডুম ফোঁস করে তেড়ে উঠে শ্রীকান্ত। লাইফ ডুম মানে, দেশে কি আইনকানুন নেই? আমাদের তো অ্যারেস্ট করেনি, ডিটেন করেছে ইন্টারগোশনের জন্য। প্রলয় বলে মাথাটা ঠান্ডা রাখ। সত্যি বলতে কি, এই বজ্জাত মেয়েটাকে আমার খুব সন্দেহ। কেন জানি না? থানার ভেতরে একটা পুরানো টেবিল। ইলেকট্রিক তারে ঝুলানো একটা হাইপাওয়ার বাল্ব। টেবিলটার দুই পাশে দুটো লম্বা কাঠের বেঞ্চ, অন্যদিকে হাতল দেওয়া একটি চেয়ার, হাতলছাড়া আর একটি চেয়ার। এটাই কৈলাসহর থানার ইন্টারোগেশন চেম্বার। ও.সি সুভাষ মুখার্জী এখানেই আমাকে, শ্রীকান্তকে অপরদিকে অন্বেষাকে বসতে বলেছেন। এখানেই দফাওয়ারী অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আশ্চর্য। মেয়েটি স্বীকারই করলো না পল্লব ওর সাথে গিয়েছিল। মেয়েটি একটুও নার্ভাস হয়নি হয়ত ও সিওর পল্লব আর পৃথিবীতে নেই। আমি আর শ্রীকান্ত খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। থানার ভেতরে যেন একটা অজানা আতংঙ্ক বুকটা হা হা করতে থাকে। ও.সি সাহেব প্রায় দুটো পর্যন্ত নানাহ ইন্টারোগেশন করেছেন, কি যেন খাতায় লিখেছেন, উনার দুটো চোখ আগুনের হল্কার মতো জ্বলজ্বল করছিল। রাত দু-টোর পর উনি চলে যান। আর একজন অফিসার আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এমন সময় অন্বেষার মোবাইল বেজে উঠে। এবার যেন অন্বেষা একটু নার্ভাস, বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে অফিসার অন্বেষার মোবাইলটি হাতে নিয়ে নেন। অফিসার হ্যালো করতেই মোবাইল লাইন কেটে দেয়। তরুণ অফিসার এবার তীক্ষ্ণভাবে জেরা শুরু করেন অন্বেষাকে। আপনার মোবাইলে দেখছি অনেক বিদেশি নাম্বার। এগুলো কোথা থেকে এলো। দেখছি আপনি কলগুলো রিসিভ করেছেন এবং বেশ সময় কথাও বলেছেন, ব্যাপারটা কি বলুনতো। অন্বেষার স্মার্ট কথাবার্তায় যেন ভাটা পড়ে গেছে। সে অসম্ভব চুপ। কিছুক্ষণ বাদেই ও.সি সুভাষবাবু আবার এলেন তখন রাত প্রায় শেষের পথে, হয়ত উনি ডিনার সেরে ঘন্টাখানেক আরাম করে পুনরায় এসেছেন। তরুণ অফিসার মোবাইল ফোনের ঘটনাটুকু ও.সিকে বলে। ও.সি সাহেব মহিলা কনস্টেবল দিয়ে অন্বেষার ব্যাগ তল্লাসী করান, ব্যাগে পান একটি অত্যাধুনিক বিদেশি ডিজিটেল ক্যামেরা যাতে রাজ্যের অনেক ফটোগ্রাফ, বেশ কয়েকটি ম্যাপ ফোল্ডিং করা, ৬ খানা সিম কার্ড, কেবল একটি সিমকার্ড এদেশের বাকী সব বিদেশের। সিমগুলো মোবাইলে ঢুকিয়ে ও.সি সাহেব চেক করে দেখেন সবগুলো সিম এ্যাক্টিভ। রিং বাজে কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোন রেস্পনসআসছে না। হঠাৎ করে অন্বেষা শান্ত হয়ে যায়। ও.সি সুভাষবাবু হয়তো ততক্ষণে যা বুঝার বুঝে গেছেন। উনি তরুণ অফিসারকে বলেন স্টাফ তৈরি করো, সাথে দু-জন মহিলা স্টাফও নিয়ে নাও। দু-টো জিপ গাড়ি তৈরি। তখন ভোরের আলো ফুটে গেছে। ও.সি সুভাষ মুখার্জী হঠাৎ বলে উঠেন, ম্যাডাম খুনের চেয়েও দেশদ্রোহীতা ও গুপ্তচরবৃত্তির সাজা অনেক সাংঘাতিক। নামীদামি আইনজীবিরা হয়তো খুনটাকে দুর্ঘটনা বলে আমাকে খানিকটা সেইফ করতে পারে, কিন্তু দেশদ্রোহীতা, গুপ্তচরবৃত্তি তা থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং আমাদের কষ্ট না দিয়ে সবকিছু খুলে বলেন। অন্বেষা মাথা নীচু করে চুপ করে রইলো। সকাল প্রায় সাতটা বেজে গেছে। এমন সময় এক উপজাতি ছেলে হাঁকিয়ে বাই-সাইকেল থেকে নেমে জানতে চাই বড় স্যার কোথায়? ও.সি সুভাষ মুখার্জী ছেলেটাকে বলে ঠিক আছে তুমি শান্ত হও। ছেলেটা বিড়বিড়িয়ে বলছে লোকটা গুরুতর আহত, তাড়াতাড়ি চলুন। সুভাষবাবু জিজ্ঞেস করে তুমি আস্তে বলো কি হয়েছে? সুধাম দেহের উপজাতি ছেলেটা বলে তার ঘর পাহাড়ের ঢালে বস্তিতে, মাঝ রাত থেকেই তারা বস্তির লোক কান্না ও গোঙানী শুনতে পাচ্ছে। রাতে তারা কেহ বের হয়নি, ভোরে তারা দল বেঁধে বের হয়ে পড়ে দেখতে পায় একজন বাবুলোক পাহাড়ের নীচে গহ্বরে পড়ে আছে। তারা সবাই মিলে উনাকে উঠিয়েছেন এবং বস্তিতে নিয়ে এসেছেন। লোকটা কথা বলতে পারে কিন্তু হাত-পা ভেঙ্গে গেছে বসতেও পারে না, দাঁড়াতেও পারে না। উপজাতি যুবকটি বলে আমারা যত্ন করে ঘরে রেখেছি উনাকে। ও.সি সুভাষবাবু ততক্ষণে যা বুঝার বুঝে গেছেন। হঠাৎ অন্বেষা থানা থেকে দৌড়ে রাজপথের দিকে গাড়ির নীচে ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করে, ভাগ্যিস দুই পথচারী ঝাপটে ধরে ফেলে, লরিটি ও ব্রেককষে হয়ত বা অন্বেষার মনে হয় মৃত্যুও বিশ্বাসঘাতকতা করে। দুই জিপে করে ও.সি সুভাষবাবু, অপর তরুণ অফিসার, আমাদেরকে সাথে নিয়ে উপজাতি যুবকটিকে নিয়ে ছুটেন সেই পাহাড়ের ছাদে রাস্তায় জিপ থেকে নেমে পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়ালেন ও.সি সুভাষ মুখার্জী। ড্রাইভার নির্মল আর পল্টুকে বললেন তোমরা গাড়ীর কাছে থেকো। উপজাতী যুবকটার দেখানো পথে ঊনকোটি পাহাড়ের কোল পার হয়ে উপজাতি মহল্লায় গিয়ে উঠে পুলিশের দলটি সাথে আমরা। বস্তির লোক অন্বেষা মেয়েটিকে দেখা মাত্রই তেঁড়ে আসে, যাই হোক পুলিশী তৎপরতায় কোন অঘটন ঘটেনি। পল্লব শুয়ে শুয়ে সমস্ত ঘটনাটুকু বস্তির লোকদের বলেছিল।

আমরা যাওয়ার পর পল্লব সমস্ত ঘটনা ও.সি সাহেবকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলল। অন্বেষা মেয়েটির কথা এবং অপর সাধুর কথা। সব কথা শুনে ও.সি সুভাষবাবু পল্লবকে বলে আমি আপনার দেশপ্রেম ও সাহসকে ধন্যবাদ জানাই, তবে আপনার কৌশল ভুল ছিল। বস্তির লোক জানল কি ভাবে? পল্লব বলে আমি ভেবেছি যদি আমি মরে যায় তাহলে ঘটনাটুকু কখনো আবিস্কার হবে না, গুপ্তচররা আমাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানতে পারে। তাই উপজাতি বস্তির লোকদের সমস্ত ঘটনা বলেছিলাম এবং এ ও বলেছিলাম আমি না থাকলে ও আপনারা ঘটনাটুকু প্রশাসনকে জানাবেন,এই মোতাবেক বস্তির লোক ছেলেটাকে আপনার থানায় পাঠায়। ও.সি সুভাষবাবু নেতৃত্বে আমরা ও পুলিশের দল সমস্ত ঘটনাস্থল ঘুরে দেখি। এলাকার লোক আরো জানায় এইরকম কোন সাধু তাদের শিবমন্দিরে ছিল না, শিবমন্দিরের পূজারী বয়স্ক এক উপজাতি। ও.সি উনার সাথেও কথা বলেন। অন্বেষা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে, জিজ্ঞাসায় সে বলে এই সাধুর পরিচয় সে সম্পূর্ণ জানে না। শুধু কোড নাম, রুহেল ভাই বলেই জানে। ও.সি সাহেব ওয়ারলেসস্বার্তার সমস্ত সীমান্ত চৌকি ও থানাগুলোকে খবর পৌঁছায়, সেই ছদ্মবেশী সাধু রুহেল ভাইকে গ্রেপ্তার করার জন্য। পড়ন্ত বিকেলে পল্লবকে সাথে নিয়ে পুরো দলটা কৈলাসহর ফিরে আসে। সম্পূর্ণ সরকারী খরচে পল্লবের চিকিৎসা চলতে থাকে কৈলাসহর জেলা হাসপাতাল, পরবর্তীতে আগরতলা জি, বি হাসপাতালে। অন্বেষা জিজ্ঞিসাবাদে খোলসা করে তার নাম অন্বেষা মিত্র নয়, সে বৈদেশিক একটা গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করে। তার অর্থ তারাই যোগান দেয়, সিমকার্ড থেকে সবকিছুই তাদের দেওয়া। অন্বেষা সবকিছু খোলসা করে দেয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অন্বেষা গ্রেপ্তার হয়। শুরু হয় টানা তদন্ত জিজ্ঞাসাবাদ তল্লাসী, তদন্তের স্বার্থে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ও.সি সুভাষ মুখার্জী বলেন, আমরা আর কিছু বলবো না, আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন। প্রলয় শ্রীকান্ত-বন্ধু পল্লবকে নিয়ে পুলিশী সহায়তায় আগরতলায় ফিরে আসে। ছ- মাস বাদে দেশপ্রেম ও সাহসিকতার জন্য পল্লব রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত হয়। প্রলয়, শ্রীকান্তরা ফিরে আসার সময় ও.সি সুভাষ মুখার্জী চোখ বন্ধ করে একটা বড় শ্বাস নিলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন একটা বড় কাজ করতে অনেকের সাহায্যের দরকার। বিশাল ভারতবর্ষে আঘাত হানার জন্য গুপ্তচরেরা সক্রিয় দেশের দেশপ্রেমী মানুষ ওদের যোগ্য জবাব দেবে। নোংরা বিভেদ হয়ত অচিরেই চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে। গুপ্তচরবৃত্তির কথা লিখা থাকবে পুরোনো কেস ডায়েরীতে ওরা সৃষ্টি করতে পারে না, শুধু ধ্বংস করে ইতিহাস ওদেরকে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর হিসাবেই চিহ্নিত করবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমে মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

লোকসভা স্পীকার ওম বিরলা: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে প্রতিষ্ঠানগত সমন্বয়, আর্থিক জবাবদিহিতা ও প্রযুক্তি নির্ভর শাসনের গুরুত্ব

মুম্বাই, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্র বিধান ভবনে সোমবার থেকে শুরু হওয়া 'জাতীয় সম্মেলন অব চেয়ারপার্সনস অফ এস্টিমেটস কমিটিজ অব পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট/ইউনিয়ন টেরিটোরি লেজিসলেটরস' আজ দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে। বিদায়কালীন সেশনে লোকসভা স্পীকার ওম বিরলা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দেন।

শ্রী বিরলা দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত সমন্বয়, আর্থিক জবাবদিহিতা ও প্রযুক্তি নির্ভর শাসনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন যাতে নীতি সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং নাগরিককেন্দ্রিক প্রশাসন নিশ্চিত হয়। আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে জনস্বার্থে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য।

স্পীকার আরও জানান, সংসদীয় কমিটিগুলো সরকার বিরোধী নয় বরং সরকারকে সহায়তা ও সংশোধনী পরামর্শ দিয়ে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসন নিশ্চিত করে। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য পর্যায়ের এস্টিমেটস কমিটির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর আহ্বান জানান।

সরকারি ব্যয়ের তদারকিতে আধুনিক প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে শ্রী বিরলা বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা অ্যানালিটিক্সের ব্যবহার তদারকিকে আরও কার্যকর ও নির্ভুল করতে পারে। কমিটিগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে যাতে অর্থের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

তিনি জনগণের সরাসরি সংযোগ থাকার কারণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করেন এবং এস্টিমেটস কমিটিকে প্রতি রুপি জনগণের কল্যাণে ব্যয় নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেন। তিনি বলেন, শুধু ব্যয়ের তদারকি নয়, বরং কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো প্রাসঙ্গিক, নাগালের মধ্যে এবং কার্যকর কিনা তা নিশ্চিত করাই কমিটির মূল কাজ।

টেকনোলজি নির্ভর শাসনের সফল উদাহরণ হিসেবে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের কথা তুলে ধরে স্পীকার বলেন, এটি দুর্নীতি কমিয়ে সুবিধাভোগীদের কাছে সঠিক সময়ে সাহায্য পৌঁছাতে সহায়ক হয়েছে।

সম্মেলনে স্পীকার বলেন, এই প্ল্যাটফর্ম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলোর মধ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। তিনি কমিটির কাজ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির জন্যও অনুরূপ সম্মেলন আয়োজনের পরামর্শ দেন।

সম্মেলনে ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এস্টিমেটস কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ ও একমতসত্যে গৃহীত হয়, যা ভবিষ্যতে কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের গভর্নর সিপি রাধাকৃষ্ণন, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, সংসদের এস্টিমেটস কমিটির চেয়ারপার্সন সঞ্জয় জৈসওয়াল, মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পীকার রাহুল নরওয়েকর, ডেপুটি স্পীকার অন্না দাদু বাঁসোডে, মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান রাম শিন্দে সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এই সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'এস্টিমেটস কমিটির ভূমিকা: বাজেট অনুমানের কার্যকর মনিটরিং এবং প্রশাসনে অর্থনৈতিক ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ'। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই সম্মেলনে দেশের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আর্থিক তদারকি ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

মোদির গ্রামবাসীরা সড়ক নির্মাণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পিডব্লিউডি প্রধান প্রকৌশলীর হস্তক্ষেপ দাবি

সিয়াং, ২৪ জুন : অরুণাচল প্রদেশের আপার সিয়াং জেলার পেকি মোদি গ্রামের বাসিন্দারা পিডব্লিউডি'র সেন্ট্রাল জোন-বির প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানিয়েছেন চলমান সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে হস্তক্ষেপ করার জন্য। তাদের অভিযোগ, পিডব্লিউডি থেকে পেকি মোদির সড়ক নির্মাণ কাজের মান খারাপ, অনুমোদিত সড়ক রেখা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই আবেদনটি এসেছে অল মিলাং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ভিজিলেন্স কমিটির মাধ্যমে, যাদের সঙ্গে গ্রাম্য বুড়ারা (বয়স্ক পুরুষ), পঞ্চায়েত রাজ প্রতিনিধিরা এবং মিলাং সম্প্রদায়ের সদস্যরাও একটি মাঠ পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। তারা প্রকল্পের বর্তমান বাস্তবায়নে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে বিভাগ ও ঠিকাদারি সংস্থা অনুমোদিত সড়ক রুট থেকে সরে গেছে।

কমিটির আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বে বলা হয়েছে, বিশেষত তাতি ও সিপি করংয়ের মধ্যে সড়কের রেখায় বড় ধরনের বিচ্যুতি হয়েছে, যার ফলে বিপজ্জনক ঢাল তৈরি হয়েছে এবং এটি যানবাহনের জন্য অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। এছাড়া, পিডব্লিউডি'র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মারিয়াংয়ের কাছে বহুবার অভিযোগ জানিয়েও সমস্যাগুলি উপেক্ষিত হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

এছাড়া, সড়ক নির্মাণের কারণে সিপি নাল্লা সেচ নালা, যা ২০২২-২৩ সালে প্রধাণ মন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা (পিএমকেএসওয়াই) এর অধীনে নির্মিত হয়েছিল, প্রায় এক কিলোমিটার অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই নালাটি কুরং-মারতে, হালা-রোগা এবং সিগিয়াং-বায়াং এলাকার কৃষিজমির সেচের জন্য নির্মিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি।

গ্রামবাসীরা আরও জানান, চলমান নির্মাণ কাজের ফলে পোর্টার ট্র্যাকের ব্যাহত হয়েছে, যা পেকি মোদির মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ পথ। তবে ঠিকাদারি সংস্থা কোন বিকল্প পথ সরবরাহ করেনি, যার ফলে স্থানীয়রা দুর্ভোগ ও বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা পিডব্লিউডি প্রধান প্রকৌশলীর কাছে নিম্নলিখিত দাবি জানিয়েছেন: তাতি থেকে সিপি করংয়ের মধ্যে সড়ক পুনঃরেখায়ন, ক্ষতিগ্রস্ত সিপি নাল্লা সেচ নালা পুনঃস্থাপন, বিকল্প পোর্টার ট্র্যাক নির্মাণ, নির্মাণ কাজের ময়লা-আবর্জনা সঠিকভাবে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত ক্ষতি প্রতিরোধ।

তবে মারিয়াং পিডব্লিউডি বিভাগ থেকে একাধিক কর্মকর্তা অভিযোগগুলো অস্বীকার করে বলেছেন, "প্রকল্পটি ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিউরমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) মোড অনুযায়ী ডিটেইল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্মাণ সংস্থার তৈরি ডিপিআর অনুযায়ী সড়কের রেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। নালার ক্ষতি সামান্য হলেও বড় প্রকল্পে এমন কিছু সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক।"

দপ্তরের এই প্রতিরোধের মধ্যেও স্থানীয়রা দাবি করছেন, সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা নেবেন যাতে জনস্বাস্থ্য ও সম্প্রদায়ের কল্যাণ রক্ষা পায়।

"হাই অল্টিচিউড বাটারফ্লাই অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি মিট" : প্রকৃতি সংরক্ষণে নতুন উদ্যোগ

ইটানগর, ২৪ জুন : অরুণাচল প্রদেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা মেনচুখা উপত্যকা আগামী ১৯ ও ২০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আয়োজন করতে চলেছে 'হাই অল্টিচিউড বাটারফ্লাই অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি মিট'। এই দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি প্রকৃতি প্রেমী, গবেষক এবং সংরক্ষণকর্মীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মেনচুখার অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্বেষণের জন্য, যা তার দুর্লভ উচ্চ পার্বত্য প্রজাপতির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। অংশগ্রহণকারীরা এখানে বিরল প্রজাপতিদের স্বাভাবিক পরিবেশে প্রত্যক্ষ করার এক অনন্য সুযোগ পাবেন।এই মিট শুধুমাত্র প্রজাপতি পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্থানীয় সম্প্রদায়, দর্শনার্থী এবং সংরক্ষণকর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা মেনচুখার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়াস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন এবং সচেতন পর্যটনের একটি দায়িত্বশীল রূপের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এক্স-এ লেখেন, "যেখানে প্রজাপতিরা মেঘের সঙ্গে নৃত্য করে আর বনপ্রকৃতি ফিসফিস করে প্রাচীন গোপন কথা সেই জাদুকরী মেনচুখার রাজ্যে পা রাখুন ১৯—২০ জুলাই ২০২৫-এ, হাই অল্টিচিউড বাটারফ্লাই অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি মিট উপলক্ষে।"

তিনি আরও বলেন, "দুর্লভ উচ্চ পার্বত্য প্রজাপতিদের স্বাভাবিক আবাসস্থলে দেখুন, জীবনের সমৃদ্ধতায় ভরা দৃশ্যাবলি আবিষ্কার করুন, স্থানীয় মানুষ ও সংরক্ষণকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলুন এবং একটি পরিবেশবান্ধব পর্যটন আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠুন।"এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী পাশাং দর্জি সোনা বলেন, "হাই অল্টিচিউড মেনচুখা বাটারফ্লাই অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি মিট ১৯—২০ জুলাই ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে — এটি একটি অনন্য অনুষ্ঠান যা প্রকৃতি, গবেষণা ও দায়িত্বশীল পর্যটনের সংমিশ্রণ ঘটাবে। এই উদ্যোগ সংরক্ষণকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করে মেনচুখায় এক টেকসই ইকো-ট্যুরিজমের মডেল তৈরি করতে সহায়তা করবে।"

ORDER

WHEREAS, a communication has been received from the Superintendent of Police, Sepahijala District, Bishramganj vide No. 10655-59/ F.4(67)SP /DIB /SPJ/ BRG/ 2025 dated, 10/06/2025 for imposition of restriction on movement of people in IBB areas U/S 163 BNSS for next 3(three) months along indo- Bangladesh International Border under Sepahijala District. Tripura.

AND

WHEREAS, it is requested to promulgate a prohibitory order U/S 163 BNSS imposing restriction on the movement of people in bordering areas of Bishalgarh and Sonamura Sub-Division of Sepahijala District (within 500 mtrs of the Indo-Bangladesh Border) between 8.00 P.M of preceeding day to 5. A.M of succeeding day for the next 03 (three) months within the jurisdiction of Sepahijala District.

AND

WHEREAS, I Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj, am satisfied with the proposal and consider that there are sufficient grounds for imposing restriction on movement during odd hours i.e. between 8.00 P.M of preceeding day to 5. A.M of succeeding day along Border areas to prevent danger to human life, public property and tranquillity for the next 3(three) months w.e.f. 13/06/2025 within 500 Mtrs. of the Indo-Bangladesh Border of Bishalgarh and Sonamura Sub- Division of Sepahijala District.

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me U/S 163 BNSS. 2023, I Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, District Magistrate & Collector, Sepahijala District, Bishramganj, hereby prohibit movement of people (between 8.00 P.M of preceeding day to 5. A.M of succeeding day within the strip of area falling within 500 (Five Hundred) Mtrs. along Indo- Bangladesh International Border of entire Bishalgarh and Sonamura Sub- Division of Sepahijala District for the next 3(three) months w.e.f. 13/06/2025.

HOWEVER, this prohibitory order shall not be applicable to the: -

1. Movement of Military/ Paramilitary force and State Police personnel engaged in maintenance of Law-and-Order duty.
2. Movement of the members of public authorized by the S.P, Sepahijala and SDMS of Sonamura and Bishalgarh Sub- Division.
3. Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties.
4. Movement of patients requiring immediate medical treatment.

In view of the emergent nature of situation and with a view to ensure public peace and tranquility, this order is passed ex-parte.

Any person violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 223 of BNS, 2023,

The above restriction shall come into force with effect from 13th June, 2025 and shall remain in force up to 12th September, 2025.

Given under my seal and signature, this day.......6 2.0.25

ICA/D-448/25

(Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS)
District Magistrate & Collector Sepahijala District, Bishramganj.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/25/2025-26
dated: 23/06/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/30/2025-26	₹ 1,127,543.00	₹ 22,551.00	365 (three six five) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/31/2025-26	₹ 633,641.00	₹ 12,673.00	45 (forty five) days
3	DNIT NO.EE-IED/AGT/32/2025-26	₹ 924,724.00	₹ 18,494.00	180 (one eight zero) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 14/07/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 14/07/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1262/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 7005285482

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the interested 'Ex-servicemen Service Providing Agencies' for providing the following services at Sainik Rest House, Agartala, Shyamali Bazar near GB Hospital, Agartala. Following services are required:-

1. (a) Supervisor cum Receptionist - 01
(b) Attendant cum Housekeeping - 03
(c) Security Guard - 03
(d) Safaiwala - 02

2. The last date of the receipt of the tender is extended upto 05 July 2025, 3PM and no Tender will be accepted after that. The tender will be opened on the same day at 3.30PM in presence of tenderers / authorized representatives.

3. Sealed tenders super-scribing 'Tender For Providing Services' should be sent to the Director, Directorate of Sainik Welfare, Tripura, Nehru Office Complex, Gurkhabasti, PO: Kunjaban, Agartala, West Tripura, Pin-799006 so as to reach by 3PM on 05 July 2025. Detailed terms and conditions may be obtained from the office of Directorate of Sainik Welfare, Tripura, Gurkhabasti, P.N Complex, Kunjavan, Agartala.

ICA/C/ 1164/25

Yours Faithfully
Parmes Im
Captain (IN) Parmjit Singh (Retd) Director
Directorate of Sainik Welfare, Tripura

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের সবুজ গন্তব্য হওয়া সিকিমের লক্ষ্য : প্রফেসর মহেন্দ্র পি. লামা

গ্যাংটক, ২৪ জুন : সিকিমের ভারত সংযুক্তির ৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণ লগ্নে, সিকিম সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপক প্রফেসর মহেন্দ্র পি. লামা সিকিমের আগামী দিনের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে সিকিমকে ভারতের 'সবুজ গন্তব্য' হিসেবে পরিচিত করানো হবে, যেখানে প্রতিটি কর্মকাণ্ডশক্তি, কৃষি, পর্যটন ও পরিবহনস্থায়িত্বশীলতার ওপর ভিত্তি করবে।

একটি পডকাস্টে বক্তব্য রাখার সময় প্রফেসর লামা সিকিমের রাজনৈতিক ইতিহাস, জীববৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭১এফ-এর অধীনে প্রাপ্ত সুরক্ষার মতো চারটি শক্তিশালী স্তম্ভ তুলে ধরেন, যা সিকিমকে বিশেষ পরিচিতি দেয় এবং ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে একীভূত করে। তিনি বলেন, "অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর মতো সিকিমে কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহ বা সহিংসতা নেই। এটি সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল।"

সিকিমের মাথাপিছু আয় বর্তমানে প্রায় ৭.৫ লক্ষ টাকা, যা দেশের অন্যতম উচ্চ। ১৯৭৫ সালে প্রায় ৮৫ু মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে ছিল, যা আজ মাত্র ২ু। তবে এই যাত্রা সহজ ছিল না। সংযুক্তির পরও সিকিমের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শারীরিক যোগাযোগের অভাব। মাত্র একটি জাতীয় সড়ক রয়েছে, যা অনেক মাস বন্ধ থাকে, এবং বিমানবন্দর কম ব্যবহার হয়। উন্নত পরিবহন অবকাঠামো যেমন রেল ও সড়ক সংযোগ জরুরি, বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরিবেশগত ঝুঁকি আরও বাড়িয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। ২০২৩ সালের অক্টোবরের গ্লেশিয়ার লেক আউটব্রাস্ট বন্যা সিকিমের পরিবেশগত দুর্বলতার দৃষ্টান্ত। প্রফেসর লামা বলেন, "আমরা বিপর্যয়ের শিকার, কিন্তু সমাধানের অংশ হিসেবে কম বিবেচিত হই। সিকিমকে জলবায়ু সহনশীলতার একটি জ্ঞানকেন্দ্র হতে হবে।"

ভবিষ্যতের জন্য তিনি একটি রূপান্তরমূলক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন২০৪৭ সালের মধ্যে সিকিমকে একটি সবুজ গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে সব ধরনের কর্মকাণ্ড পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই হবে। তিনি সবুজ প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ও জলবায়ু অভিযোজন ও দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা জোর দেন।

প্রফেসর লামা বলেন, সিকিমের উন্নয়ন অন্য শিল্পনির্ভর রাজ্যগুলোর মতো হতে পারে না কারণ এখানে সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র ও সীমিত পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি পাহাড়ি রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ উন্নয়ন মডেলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন, যা উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং প্রতিবেশী দেশ ভুটান ও নেপালেও প্রয়োগযোগ্য হবে।

সিকিমের ভৌগোলিক গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি চীন, নেপাল ও ভুটানের সীমান্তবর্তী হওয়ায় ভারতের 'এক্ট ইস্ট পলিসি'র কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। তিনি সীমান্তকে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষার সীমা নয় বরং সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে দেখার পরামর্শ দেন। সিকিম হিমালয়ীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য, পর্যটন, শিক্ষা ও শক্তি বিনিময়ের সেতু হতে পারে।

টিবেটের সঙ্গে বাণিজ্য পথ পুনরায় খুলে দেওয়া, পশ্চিম সিকিম থেকে পূর্ব নেপালের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণ এবং আঞ্চলিক শক্তি গ্রিডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা চলছে। সিকিমের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সম্পর্ক এটিকে আঞ্চলিক সহযোগিতায় বিশেষ করে তোলে।

ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত দেশের স্বপ্ন পূরণের পথে, প্রফেসর লামা বিশ্বাস করেন সিকিম ভারী শিল্পের মাধ্যমে নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশগত উদ্ভাবনায় নেতৃত্ব দিয়ে অবদান রাখবে। তিনি বলেন, "আমাদের কাজ হলো দেখানো যে, উন্নয়ন ও প্রকৃতি সঙ্গেই চলতে পারে। যদি আমরা আমাদের সম্পদ রক্ষা করি, তাহলে শুধুমাত্র সিকিম নয়, পুরো অঞ্চলই রক্ষা পাবে।"

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 62 & 63/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26
Dt. 20/06/2025

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender /e-auction from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 11/07/2025 at 3.00 P.M.

Sl No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of Library 1 One unit at P M SHRI Akhalia Cherra High School, Hezamara Block, 2024-25, West Tripura. DNIeT No. [illegible]/SE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs. [illegible]	Rs.[illegible]	4 Months	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	3rd call for Construction of 01 one Teachers Quarter attached to [illegible] HS School, Panisagar Block of North Tripura District for the year 2024-25. DNIeT No. [illegible]/SE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. [illegible]	Rs.[illegible]	6 Month	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

ICA/C/1167/25

Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

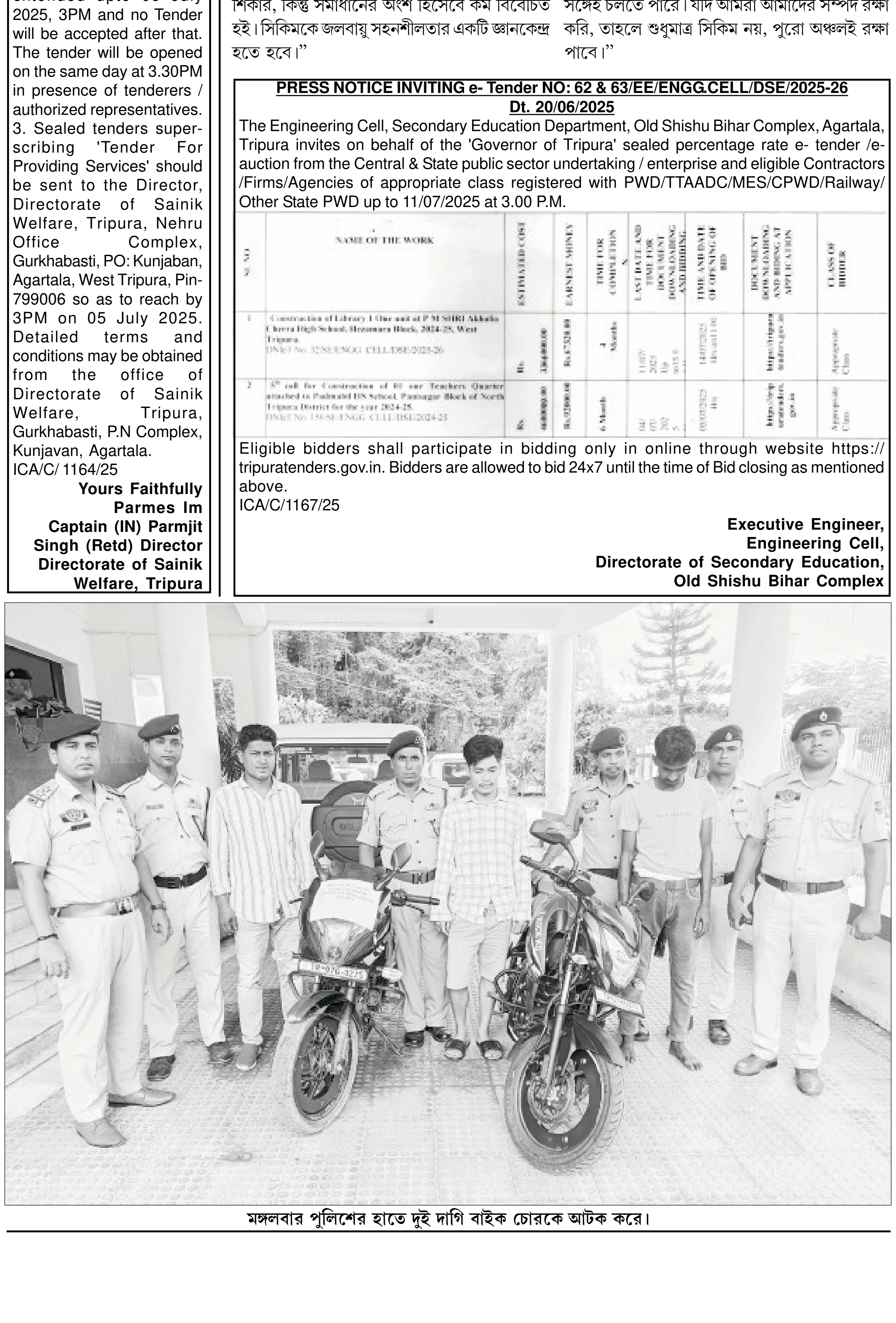

মঙ্গলবার পুলিশের হাতে দুই দাগি বাইক চোরকে আটক করে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ফ্রিজের মতো এসিতেও জমতে পারে বরফ ! কী ভাবে বুঝবেন এমনটা হচ্ছে ?

গরম থেকে মুক্তির জন্য এখন প্রায় সব বাড়িতেই এসি লাগানোর চল রয়েছে। সূর্য্যদেবের যা দাপট তাতে এসি ছাড়া টেকাই দায়। তবে অনেকেই এসি সমন্ধে কিছু ছোর খাট বিষয় মাথায় রাখেন না। যার ফলে যখন তখন খারাপ হতে পারে এসি। এসি মেকানিকরাও যেমন বারবার করে এসি এবং ফ্যান একসঙ্গে চালাতে বারণ করেন। চালালেও তা অত্যন্ত কম স্পিডে চালাতে বলেন। অনেকেই হয়তো জানেন, বাড়িতে ফ্রিজে অনেক সময় জল জমে গায়ে বরফ হয়ে যায়। তখন সেটিকে ডিফ্রস্ট করে সেই বরফ গলাতে হয়। নাহলে ফ্রিজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। তেমনই এসিতেও কিন্তু বরফ জমতে পারে। কেন এসিতে বরফ জমে? কোন অংশে বরফ জমা হয়? বরফ জমার ফলে কী কী ক্ষতি হয়? কেন জমে এসিতে বরফ? এসির গ্যাস প্রায় শেষের দিকে চলে এলে, এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের কর্মক্ষমতাও প্রভাবিত হতে শুরু করে। যখন গ্যাস কম থাকে, তখন বাষ্পীভবনের কয়েলে বরফ তৈরি হতে শুরু করে। ইভাপোরেটর ঘরের ভেতরের ঠান্ডা করার জন্য কাজ করে কিন্তু গ্যাস কম থাকার কারণে বরফ তৈরি হতে শুরু করে। ঠান্ডা হওয়াও কমে যায়। নোংরা ফিল্টার এবং ব্লক হয়ে যাওয়া এসি ভেন্টের ফলে বায়ুপ্রবাহ কমে যায়। এই কারণেই কয়েলে বরফ তৈরি হয়। বায়ুপ্রবাহে বাধার কারণে, কয়েল ঠান্ডা হয়ে যায় এবং বাতাসে আর্দ্রতার কারণে বরফ তৈরি হতে শুরু করে। ফলে ঠান্ডা হওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। এই সমস্যা এড়াতে হলে সময়ে সময়ে ফিল্টার পরিষ্কার করাটা প্রয়োজনীয়। থার্মোস্ট্যাটের সমস্যার কারণে বরফ জমতে পারে। ঠান্ডা করার জন্য আপনাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় ধরে এসি চালাতে হতে পারে। ফলে কয়েলগুলি ঠান্ডা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রেও বরফ তৈরি হতে পারে। যদি থার্মোস্ট্যাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এটি এসির তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এই সমস্যা এড়াতে, নিয়মিত এসি রক্ষণাবেক্ষণ করুন। যাতে থার্মোস্ট্যাটটিও পরীক্ষা করা হয়। এই সব সমস্যা এড়াতে নিয়মিত এসির রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্যই বড় কোনও ক্ষতি এড়াতে এসির ফিল্টার পরিষ্কার রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশান্ত মহাসাগর ছোট হয়ে আসছে জন্ম নিতে পারে নতুন মহাদেশ

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও গভীর জলরাশি প্রশান্ত মহাসাগর ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ধীরগতির প্রক্রিয়া আগামী ২০ থেকে ৩০ কোটি বছরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে নতুন এক বিশাল মহাদেশের জন্ম হতে পারে, যার নাম দেওয়া হয়েছে আমাসিয়া। অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা উন্নতমানের সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করে এই পূর্বাভাস দিয়েছেন। তাদের গবেষণা বলছে, পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটগুলো (ভূপৃষ্ঠের বিশাল ভাঙা অংশ) একে অপরের দিকে ধীরে ধীরে সরছে, যা ভবিষ্যতে একত্রিত হয়ে নতুন এই সুপারমহাদেশ তৈরি করবে।কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ ডায়নামিক্স রিসার্চ গ্রুপের গবেষক ড. চুয়ান হুয়াং বলেন, গত ২০০ কোটি বছরে প্রায় প্রতি ৬০০ মিলিয়ন বছর পরপর পৃথিবীতে সুপারমহাদেশ তৈরি হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও একটি নতুন সুপারমহাদেশ গঠনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই সুপারমহাদেশের নাম 'আমাসিয়া' হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো, অনেকে মনে করছেন প্রশান্ত মহাসাগর বন্ধ হয়ে আমেরিকা ও এশিয়ার সংঘর্ষ ঘটবে। এর ফলে এই দুটি মহাদেশ একত্র হবে। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়াও এশিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খাবে এবং ধীরে ধীরে আমেরিকা ও এশিয়াকে যুক্ত করবে। ড. হুয়াং জানান, আমরা সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করে পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটগুলো আগামী কোটি কোটি বছরে কীভাবে সরে আসবে, তার একটি মডেল তৈরি করেছি। এতে দেখা গেছে প্রশান্ত মহাসাগরই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে গঠিত হবে আমাসিয়া।এই গবেষণা আগের অনেক তত্ত্বকেই ভুল প্রমাণ করেছে। প্রশান্ত মহাসাগর মূলত প্যানথালাসা নামের প্রাচীন সুপার মহাসাগরের অবশিষ্ট অংশ। প্রায় ৭০০ মিলিয়ন বছর আগে এই মহাসাগরের সৃষ্টি হয়, যখন আগের সুপারমহাদেশ ভেঙে যেতে শুরু করে। ডাইনোসর যুগ থেকেই এই মহাসাগর তার সর্বোচ্চ আকৃতি থেকে সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে। বর্তমানে সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মহাসাগর।

ডায়াবেটিসকে বাগে আনতে যথেষ্ট কিছু সবজি

ডায়াবেটিস রোগ সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু বয়স্করাই নয়, তরুণরাও ডায়াবেটিসের কবলে পড়ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল জীবনযাপন এবং মানসিক চাপের কারণে ডায়াবেটিসের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। ডায়াবেটিস এর কোন প্রতিকার নেই, তবে ডায়েটে লাগাম টানলে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ডায়েটে অবশ্যই সবুজ শাকসবজি রাখতে হবে। যাতে তার শরীর, প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। শাকসবজি, ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শাকসবজি খাওয়া শুধু ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্যই নয়, অনেক গুরুতর রোগের হাত থেকেই শরীরকে রক্ষা করে। আসুন জেনে নেওয়া যাক ডায়াবেটিস রোগীদের কোন শাকসবজি খাওয়া উচিত।

পালং শাককে আয়রনের ভাল উৎস হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এতে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পালং শাক আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয়। একটি গবেষণা অনুযায়ী, পালং শাক ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা উন্নত করে। ডায়াবেটিস রোগীরাও পালং শাকের জুস বানিয়ে পান করতে পারেন। উপকার পাবেন।

ঢেঁড়শ:
ঢেঁড়শে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী, ঢেঁড়শ খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে। ওকরায় পাওয়া ফাইবার অন্ত্রে চিনির শোষণের প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়। এছাড়া আরও অনেক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ওকড়া খুবই উপকারী।

টমেটো:
বাঙালি রান্নায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয় টমেটো। টমেটো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। এতে রয়েছে লাইকোপিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া এতে উপস্থিত ভিটামিন সি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে টমেটো হার্টের জন্যও ভীষণই ভাল।

ঘিয়ের আর একচিমটে হলুদ রোজ খেলে বাড়বে এনার্জি

হলুদ যে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী তা সকলেই জানেন। কোভিড পরবর্তী সময় থেকে প্রবণতা বেড়েছে হলুদ দুধ খাওয়ার। হলুদ আর দুধ এই দুই আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। হলুদ দুধ স্বাস্থ্যের জন্য তরল সোনা হিসেবেই পরিচিত। শুধু তাই নয়, ঘিয়ের মধ্যে এক চিমটে হলুদ মিশিয়ে খেলে একই কারকিউমিন যৌগ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়, ঘি-এর মধ্যে থাকা বুট্রিক অ্যাসিড অন্ত্র ভাল রাখতে সাহায্য করে।

রান্নার মাধ্যমে এই ঘি আর হলুদ মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও চা কিংবা কফির সঙ্গে এই হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন। শাকের সঙ্গে প্রথম পাতে ঘি মাখিয়ে ভাত খেতে পারেন।

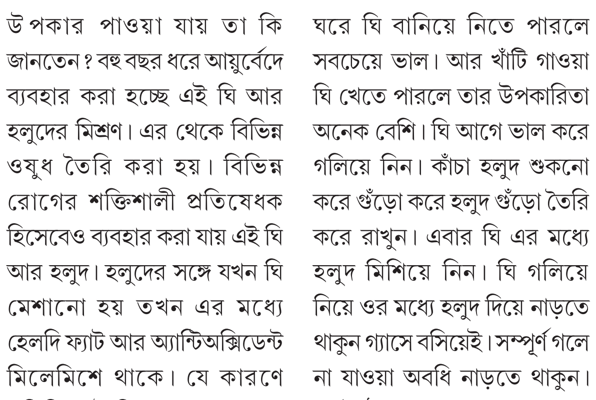

উপকার পাওয়া যায় তা কি জানতেন? বহু বছর ধরে আয়ুর্বেদে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ঘি আর হলুদের মিশ্রণ। এর থেকে বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করা হয়। বিভিন্ন রোগের শক্তিশালী প্রতিষেধক হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এই ঘি আর হলুদ। হলুদের সঙ্গে যখন ঘি মেশানো হয় তখন এর মধ্যে হেলদি ফ্যাট আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মিলেমিশে থাকে। যে কারণে প্রতিদিন এই মিশ্রণ খেতে পারলে শরীর ভাল থাকে, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে। হলুদ আর ঘি-একসঙ্গে খেলে যে যে উপকার গুলি হয় তা জেনে রাখুন-

আর্থাইটিসের সমস্যা রুখতেও খুব ভাল কাজে আসে এই ঘি-হলুদ। প্রদাহ বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকে এই ঘি-হলুদের মধ্যে। যে কারণে ব্যথা-বেদনা রুখতে কাজে আসে এই মিশ্রণ। হলুদের মধ্যে থাকা ঘরে ঘি বানিয়ে নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল। আর খাঁটি গাওয়া ঘি খেতে পারলে তার উপকারিতা অনেক বেশি। ঘি আগে ভাল করে গলিয়ে নিন। কাঁচা হলুদ শুকনো করে গুঁড়ো করে হলুদ গুঁড়ো তৈরি করে রাখুন। এবার ঘি এর মধ্যে হলুদ মিশিয়ে নিন। ঘি গলিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে হলুদ দিয়ে নাড়তে থাকুন গ্যাসে বসিয়েই। সম্পূর্ণ গলে না যাওয়া অবধি নাড়তে থাকুন। একটু ঠান্ডা হলে খান।

ঘি-এর মধ্যে চর্বি বেশি থাকে আর তাই অনেকেই ঘি হজম করতে পারেন না ঠিক করে। অনেকের অতিরিক্ত ঘি খেলে ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, হজমের সমস্যা হতে পারে। যদি পিত্তথলির সমস্যা থাকে, গর্ভবতী থাকেন তাহলে অবশ্যই এসব খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন।

গর্ভাবস্থায় বাড়ছে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি

গর্ভাবস্থার সময়টি মহিলাদের জন্য যতটা আনন্দদায়ক, ততটাই কষ্টকরও বটে। কারণ গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শরীরে দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাই এই পরিস্থিতিতে নিজের যত্ন নেওয়া খুব জরুরি। এই সময়, দু'টি দিকে নজর দিতে হবে, প্রথমত ভাল ডায়েট এবং দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যকর জীবনধারা। কারণ আপনার খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের উপর। অনেক সময় ভুল কিছু খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আর গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি মহিলাদের জন্য মারাত্মক হতে পারে। আর এই ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচতে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া জরুরি। এখন প্রশ্ন হল, গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল কেন বেড়ে যায়? কীভাবে বোঝা যায় বেড়েছে কোলেস্টেরল? এবং এর প্রতিরোধের উপায় কী? জানুন গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশিরভাগ মহিলারা গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ মহিলাদের শরীরে হরমোনের পরিবর্তন। এই কারণে তাঁদের কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আসলে, কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের একটি আঠালো তরল যা দেখতে মোমের মতো। শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যার ঝুঁকি সহ অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। যাইহোক, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং ভাল খাদ্যাভ্যাস আপনাকে এই সমস্যা থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরলের ক্রমাগত বৃদ্ধি বিপজ্জনক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এই সমস্যা ধরা পড়ার পর অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ গর্ভাবস্থায় যদি শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে তা উচ্চ রক্তচাপ, অকাল প্রসব, শিশুদের জেনেটিক ডিজঅর্ডার, হার্ট অ্যাটাক সহ অনেক সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হওয়া, বমি বমি ভাব, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট এবং ক্লান্তি বা শরীরে দুর্বলতা অনুভব করার মত সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে অবশই বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

কোলেস্টেরলের সমস্যা এড়াতে যেসব থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ যাই হোক না কেন, চিকিৎসকরা এই সময়ে কোনো ধরনের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন না। আসলে, গর্ভাবস্থায় ওষুধ খাওয়া গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই লাগাম টানতে হবে জীবনযাত্রার উপর। এর জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমোতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করতে হবে। এছাড়া বেশি করে গোটা শস্য,ফলমূল ও শাকসবজি খান। এবং ফ্যাটযুক্ত খাবার, মটন ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। শুধু তাই-ই নয়, ধূমপান ও মদপানের অভ্যাস থাকলে অবিলম্বে তা ত্যাগ করতে হবে।

রোগভোগের ঝুঁকি এড়াতে খেতে হবে যেসব খাবার

আমাদের জীবনযাত্রার সাথে জড়িত প্রতিটি ছোট জিনিস আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। সুস্থ থাকার পাশাপাশি অন্যান্য রোগ এড়াতে তাই ডায়েটে জোর দেওয়া খুবই জরুরি। যৌবনে শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেও, বয়স ত্রিশ পার হওয়ার পর থেকেই বেশীরভাগ সময় শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। কীভাবে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায়? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবসময় পরামর্শ দেন যে অকাল বার্ধক্য রোধ করতে, মানসিক চাপ, খাদ্য, ব্যায়াম এবং ঘুমের দিকে বিশেষ নজর দিতে। ৩০ বছর বয়সের পর আপনি কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছেন তাই নির্ধারণ করে যে পরবর্তী ১০ থেকে ১২ বছর কেমন থাকবেন আপনি। তাই জেনে নিন সুস্থ থাকতে কী খাবেন

ফাইবারযুক্ত খাবার:
ডায়েটে অবশ্যই ফাইবার যোগ করুন। তাতে হৃদরোগ, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানব শরীরের প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন। অতএব, খাদ্যতালিকায় ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য যোগ করুন।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য। এছাড়া মেজাজ ঠিক রাখতে, প্রদাহ কমাতে, আয়ু বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এই বিশেষ অ্যাসিড। এক্ষেত্রে ডায়েটে যোগ করতে হবে স্যামন বা সার্ডিন মাছ। এছাড়া বাদাম ও চিয়া বীজও খেতে পারেন।

ক্যালসিয়াম:
শরীরের হাড়ের যত্ন নেওয়াও জরুরি। ৩০ বছর বয়সের পরে, হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। এই বয়সে উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার যেমন দুধ, দই, পনির, ব্রোকলি, পালং শাক, কেলা এবং বাদাম খেতে হবে। প্রোটিনের দিকে খেয়াল রাখুন: পেশী বৃদ্ধির জন্যও প্রোটিন প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩০ বছর বয়সের পর শরীরের প্রোটিনের আরও প্রয়োজন হয়। পুরুষদের প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৫ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া উচিত এবং মহিলাদের প্রতিদিন ৪৫ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া উচিত। তাই ডায়েটে ডিম, দুধ, ডাল, মটরশুটি এবং সয়াবিনের মতো জিনিসগুলি যোগ করুন। সুস্থ থাকবেন।

কিশমিশের গুণে ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল থাকবে বশে

কিশমিশ খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। সুস্বাদু ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে অন্যতম এই কিশমিশ। অনেক খাবারেই কিশমিশ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কিশমিশ সবাই খান, কিন্তু কালো কিশমিশের কথা শুনেছেন? শুকনো আঙ্গুর দিয়ে তৈরি কালো কিশমিশ খুবই মিষ্টি ও রসালো। সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি কিশমিশ স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। সারারাত জলে ভিজিয়ে সকালে কালো কিশমিশ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। রক্ত পরিশোধন থেকে শুরু করে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কালো কিশমিশ খুবই কার্যকরী। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও রয়েছে আয়রন সহ বহু উপাদান যা শরীরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে এই কালো কিশমিশ। আসুন জেনে নেওয়া যাক শরীরের জন্য কতটা উপকারী এই কালো কিশমিশ

রক্ত পরিষ্কার হয়-
আমাদের রক্তে ময়লা জমে ত্বক প্রাণহীন হয়ে যায় এবং ব্রণ ও ব্রণের সমস্যা বেড়ে যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে তা রক্ত থেকে বিষাক্ত, বর্জ্য এবং অপবিত্র পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ উচ্চ রক্তচাপ কমাতে খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। আসলে, পটাসিয়াম আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে, যা উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ। পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য উপকারী।

হাড় মজবুত করে-
পটাশিয়াম ছাড়াও কালো কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে যা আমাদের হাড়কে মজবুত করতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওপরোসিসের মতো গুরুতর হাড়ের রোগ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে হাড় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ রাখে। এছাড়া কালো কিশমিশ দাঁত মজবুত করতেও সাহায্য করে।

চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করে ---
বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত কালো কিশমিশ খেলে এই সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যায়। কালো কিশমিশে উপস্থিত পুষ্টিগুণ মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, যা চুল পড়া কমাতে পারে। এতে উপস্থিত উচ্চ ভিটামিন সি চুলের পুষ্টি জোগায়, যার ফলে চুলের অকাল পাক ধরা রোধ হয়।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায় ---
কালো কিশমিশ কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে উপস্থিত পলিফেনল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ মহিলাদের জন্য ভীষণ উপকারী। কারণ এতে আয়রনের পরিমাণ বেশি। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়, যা রক্তল্পতা নিরাময় করে।

ওজন ঝরাতে খালি পেটেই লেবু জলে খান

লেবুর জল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। লেবুর জল ওজন কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ উপকারী। কিন্তু লেবুর জল ঠিকমতো পান না করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। অনেকেই ওজন ঝরাতে খালি পেটে লেবুর জল খান,এ ই অভ্যাস খারাপ না ভাল? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কী মত? লেবুর জল শরীরের জন্য উপকারী এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কবে খালি পেটে খেলে হীতে বিপরীত হতে পারে। খালি পেটে এই পানীয় পান করলে পেট ও দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আর কী-কী ক্ষতি করে খালি পেটে লেবু জল? আসুন জেনে নেওয়া যাক

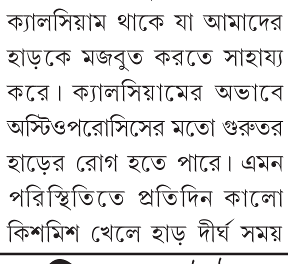

লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও লেবুর গুণের শেষ নেই। গরম জলে লেবু খেলে বাড়তি মেদও ঝরে এই নিয়েও কোনও মতবিরোধ নেই। তবে খালি পেটে নয়। জানুন কী ক্ষতি করছেন নিজের

দাঁতের জন্য খারাপ
খালি পেটে লেমনেড পান করলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। লেবুতে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে এটি দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে। এতে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যায়।

জলশূন্যতা
সকালে কিছু না খেয়ে লেবুর জল পান করলে জলশূন্যতা হতে পারে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড রয়েছে। ফলে এতে ঘন-ঘন প্রস্রাব পায় এবং কিডনিতে চাপ পড়ে ও শরীরে জলশূনতা দেখা দেয়।

হাড়ের ক্ষয় খালি পেটে লেবুর জল পান করলে হাড়েরও ক্ষতি করে। খালি পেটে এই পানীয় খেলে হাড়ের মধ্যে উপস্থিত ফ্লুইড শোকাতে শুরু করে, যার কারণে হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

প্রস্রাবের সমস্যা
লেবুর জল মূত্রবর্ধক। খালি পেটে এটি বেশি পান করলে প্রস্রাবের সমস্যা হতে পারে। খালি পেটে লেবু জল পান করার কারণে ঘন-ঘন প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা হতে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত মাত্রায় লেবু জল পান করলে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। ওজন কমানোর জন্যই মানুষজন পান করে থাকেন এই পানীয়। তবে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ ছাড়া লেবু জল পান না করাই ভাল। এছাড়া মাথায় রাখবেন আরও একটি বিষয়, লেবুর জল পান করার আগে বা পড়ে কোনোও ধরনের দুগ্ধজাত খাবার খাবেন না।

মঙ্গলবার আগরতলা চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়।

ধর্মনগরে জেলা পর্যালোচনা সভা: মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন:উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে জেলা শাসকের সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ, মৎস্য ও পশুপালন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ, সমাজকল্যাণ, মৎস্য ও পশুপালন দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ।

মন্ত্রী শ্রী দাস তাঁর বক্তব্যে জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে আন্তঃ দপ্তর সমন্বয় জোরদার, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরকারি প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনটি দপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের হাতে সময়মতো সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই পর্যালোচনা সভার আয়োজন কবা হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, দপ্তরগুলির পারস্পরিক সমন্বয় এবং সম্ভাব্য প্রশাসনিক জটিলতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রকল্পভিত্তিক কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, "জনস্বার্থে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও বাড়ানো হবে। উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়াতে এই ধরনের সমন্বিত পর্যালোচনা সভা ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।"

জনজাতি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি, খোয়াই জেলাশাসকের কার্যালয়ে ম্যুরালের শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ জুন: খোয়াই জেলাশাসকের কার্যালয়ে আজ এক মনোমুগ্ধকর ম্যুরাল চিত্রের শুভ সূচনা করা হলো। 'ধরতি আবা জন ভাগিদারী অভিযান'-এর মূল ভাবনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই চিত্রকলাটি ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জীবন্ত করে তুলেছে।

এই অনন্য ম্যুরালটি কেবল একটি শিল্পকর্ম নয়, এটি ত্রিপুরার লোকজ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এর মাধ্যমে রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিকড়, পরিচিতি এবং অংশীদারিত্বের চেতনাকে সম্মান জানানো হয়েছে, যা এক চিরন্তন বার্তা বহন করে।

মেঘালয়কে 'অসম্মানজনকভাবে' সন্ত্রাসপ্রবণ বলে মার্কিন ভ্রমণ নির্দেশিকাপ্রতিবাদ করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইন্সং

শিলং, ২৫ জুন: সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা একটি ভ্রমণ নির্দেশিকায় মেঘালয় ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যকে 'সন্ত্রাস ও সহিংসতার ঝুঁকিপূর্ণ' অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইন্সং। তিনি এই নির্দেশিকাকে "ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর" বলে অভিহিত করেছেন এবং দাবি করেছেন, "মেঘালয় বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ পর্যটন গন্তব্য"।

টাইন্সং বলেন, "এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে যুক্তরাষ্ট্র মেঘালয়কে এমন একটি ক্যাটাগরিতে ফেলেছে। আমরা জানি না তারা এই ধরনের তথ্য কোথা থেকে পায়। যারা মেঘালয় ঘুরে গেছেন এবং আমাদের গ্রামীণ পরিশ্রমী মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তারাই প্রকৃত দূত হিসেবে আমাদের রাজ্যের সৌন্দর্য্য ও নিরাপত্তার প্রমাণ দেবেন।"

তিনি আরও বলেন, "মেঘালয়ের মানুষদের আতিথেয়তার খ্যাতি আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে আছে। আমরা নিরাপত্তা এবং সম্ভাবনায় বিশ্বমানের উদাহরণ।"

এই বিষয়ে মেঘালয়ের পর্যটনমন্ত্রী পল লিংদোও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, রাজ্যের পর্যটন খাত অত্যন্ত সক্রিয় ও সমৃদ্ধ। চলতি বছরে মেঘালয়ে প্রায় ২০ লক্ষ পর্যটক আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে চেরি ব্লসম উৎসবসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে।

পর্যটকদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে রাজ্য সরকার 'ট্যুরিস্ট বাডিজ' নামক একটি নতুন উদ্যোগ চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫০ জন প্রশিক্ষিত ব্যক্তি শিলং শহরের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকায় নিয়োজিত থাকবেন। এদের মধ্যে ওয়ার্ডস লেক, গল্ফ লিংকস ও খাইনদাই লাড উল্লেখযোগ্য।

এক জ্যেষ্ঠ পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তা জানান, পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার ১,০০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করতে চলেছে। বর্তমানে মেঘালয়ের পর্যটন খাত সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ৫০,০০০-রও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস, যা রাজ্য সরকারের পরে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ নিয়োগকারী খাত।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী টাইন্সং জোর দিয়ে বলেন, "মেঘালয় এক শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং অতিথিপরায়ণ রাজ্য। ভিনদেশি পর্যটকদের এমন ভুল বার্তা দিয়ে বিভ্রান্ত না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের সচেতন হওয়া উচিত।"

যুবরাজনগর ব্লকের জৈইথাং এডিসি এলাকায় আজ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 'ধরতি আভা' অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৫৫ নং বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত যুবরাজনগর ব্লকের জৈইথাং এডিসি এলাকায় আজ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো 'ধরতি আভা' অভিযান। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা ও কল্যাণমূলক প্রকল্প জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা জেলা পরিষদের সভানেত্রী অর্পনা নাথ, উত্তর জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি কাজল দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এই কর্মসূচিতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের আবেদন শুনে তাৎক্ষণিক পরিষেবা প্রদান করেন। যারা এখনো এসটি বিকলাঙ্গ কার্ড পাননি, তাদেরকে কার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সামান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, রেগা প্রকল্পের আওতায় যারা ৯০ দিনের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন, তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। 'ধরতি আভা' একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেন সরকারি পরিষেবাগুলোর সদ্ব্যবহার করতেপারেন, এবং দরকারি কাগজপত্র বা সুবিধাগুলি পেতে কোনও ধরনের দপ্তর চক্কর না কাটতে হয়এই লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত হচ্ছে।

কৈলাসহর শৃঙ্গেরি বালাজি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ধরতি আভা জন ভাগীদারি অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ জুন:কৈলাসহর শৃঙ্গেরি বালাজি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ধরতি আভা জন ভাগীদারি অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার দুপুর বেলা কৈলাসহর শৃঙ্গেরি বালাজি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ধরতি আভা জন ভাগীদারি অভিযানের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় এক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ত্রিপুরা সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিল জেলা প্রশাসন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ, হস্ততাত হস্তশিল্প ও রেশম শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ, ডিরেক্টর দয়ানন্দ রিয়াং, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, এমডিসি বিমল কান্তি চাকমা, জেলা শাসক তমাল মজুমদার প্রমুখ। পাশাপাশি দিন উক্ত কর্মসূচী অঙ্গ হিসাবে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত কর্মসূচিতে দিন প্রচুরসংখ্যক লোকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মণিপুরে চাঁদাবাজ বিরোধী অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা ; কেআইপি-র দুই সদস্য গ্রেপ্তার

ইমফল, ২৪ জুন: মণিপুর রাজ্যজুড়ে চাঁদাবাজি দমনে নিরাপত্তা বাহিনী তৎপর অভিযান চালাচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত ধারাবাহিক তল্লাশি ও ঘেরাও অভিযান এর অংশ হিসেবে নিষিদ্ধঘোষিত কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টির দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২৩ জুন, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ইমফল পশ্চিম জেলার লামফেল থানার অন্তর্গত সাগোলবন্দ মৈরাং হনুবা এলাকায় এক অভিযানে কেসিপির সক্রিয় সদস্য সাদোকপাম মনোজ মেইতেই (২৩) কে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও দুইটি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। এর একদিন আগে, ২২ জুন, থৌবল জেলার কিয়াম সিফাই খোং আহানবি এলাকায় আরেক কেসিপি সদস্য নোংথমবম রোশান্তা সিংহ (৪৫)-কে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা বাহিনী। সে মূলত আন্দ্রো থানার অধীনে হুইকাপ মাখা লেইকাই এলাকার বাসিন্দা। অভিযানের সময় তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন, দুটি সিম কার্ড এবং একটি মানিব্যাগ উদ্ধার করা হয়। এই অভিযান থৌবল থানার আওতায় পরিচালিত হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সমস্ত অভিযান মণিপুরে চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক নির্মূল করার বৃহত্তর অভিযানের অংশ। গ্রেপ্তারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তাদের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই ধরনের অভিযান আরও চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে।

অসমের বঙাইগাঁও রেল স্টেশনে ধৃত দুই বাংলাদেশি নাগরিক"

বঙাইগাঁও, ২৪ জুন: অসমজুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বহিষ্কারের বিরুদ্ধে চলমান বিশেষ অভিযানের মধ্যেই বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। জানা গেছে, তারা জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে মুম্বই যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

এই অভিযানটি নিউ বঙাইগাঁও সরকারি রেল পুলিশ এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স -এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। প্রথমে মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানি নামে এক ব্যক্তিকে জিআরপি আটক করে। পরে তার ভাই আসারুল ইসলামকেও রেল স্টেশন প্রাঙ্গণ থেকে আরপিএফ-এর সদস্যরা গ্রেফতার করে।

দুই ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তারা মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে অসমে প্রবেশ করেছিল বলে জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা মুম্বইতে শ্রমিকের কাজ খোঁজার উদ্দেশ্যে তাম্বারাম এক্সপ্রেসে করে যাত্রা করার পরিকল্পনা করেছিল। তবে নিউ বঙাইগাঁও জংশনে নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

তাদের কাছ থেকে জাল আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই ঘটনার পেছনে একটি বড়সড় আন্তঃসীমান্ত চক্র সক্রিয় রয়েছে, যারা এ ধরনের বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং সারা ভারতে গোপনে চলাফেরার ব্যবস্থা করে দেয়।

ধৃত দুই বাংলাদেশিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগ এবং অভিবাসন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে পুরো বিষয়টি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26
Dt. 20-06-2025

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate item rate e-tender in single bid / two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC/MES / CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 19/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,23,961.00	48,479.00	90 (Ninety) days
2.	DNIeT No: 20/B/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	21,96,111.00	43,922.00	90 (Ninety) days
3.	DNIeT No: 21/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	20,73,990.00	41,480.00	120 (One Hundred Twenty) days
4.	DNIeT No: 22/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,22,558.00	48,451.00	180 (One Hundred Eighty) days
5.	DNIeT No: 23/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,23,691.00	48,474.00	120 (One Hundred Twenty) days
6.	DNIeT No: 24/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,24,984.00	48,500.00	120 (One Hundred Twenty) days
7.	DNIeT No: 25/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,27,067.00	48,541.00	120 (One Hundred Twenty) days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 05-07-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 05-07-2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/ 1171/25

(Er. R. Ghosh')
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৪ জুন: আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ(এমএমডি) বাংলা বিভাগ ও জাতীয় সেবা প্রকল্প(এনএসএস)-র যৌথ উদ্যোগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠিতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি এবং সাংবাদিক। তিনি আনন্দমঠ(১৮৮২)উপন্যাসের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত, যেখানে 'বন্দেমাতরম' গানটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাত, বর্তমান আধুনিক সমাজেও চেতনার উৎস।

কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আতিথি বরণ ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম, মনু এইচ এস ইংরেজী মাধ্যম স্কুল থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা বিশিষ্ট কবি রতন চক্রবর্তী। তিনি কবির জীবনীর উপর আলোকপাত করেন এবং উনার জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শ নিয়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের দিক নির্দেশ করেন। তিনি কবির অকৃত্রিম সৃষ্টি দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃনালিনী,বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানীমত সাহিত্যকর্মের উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকলকে সাহিত্য পাঠ ও সঠিক, সুন্দর সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার অহ্বান করেন। অনান্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রুপক কুমার আচার্য্য, আধিকারিক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সাব্রুম, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অরূপ পাটারী, অধ্যাপক সুদীপ গোস্বমী প্রমুখ। আজকের অনুষ্ঠানে আধ্যাপক-আধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশীত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল উপভোগ করার মত ও চিত্তাকর্ষক। আনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানা অধ্যাপিকা শ্রীমতি সুপ্রিয়া মগ। সমবেত জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকায় রেশন ডিলারের তাল বাহানায় ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ জুন:বিশালগড় মহকুমাধীন লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীন পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকায় রেশন ডিলারের তাল বাহানায় ভোগান্তিতে এলাকাবাসী। সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তীর্থের কাকের ন্যায় বসে অপেক্ষায় ভোক্তারা। দেখা নেই রেশন ডিলারের। আর এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছে বছরের পর বছর। ঘটনা বিশালগড় মহকুমাধীন লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীন পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকায়।

পূর্ব লক্ষ্মীবিল সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানটির বর্তমান ডিলার বেবি দেবনাথ এবং উনার স্বামী সুধাংশু দেবনাথ। রেশন শপ খোলার সময় সকাল ৭টা হলেও বেশিরভাগ সময়ই ৮টার আগে ডিলারের দেখা মেলে না। তবে ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন যখন মঙ্গলবার ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও ডিলারের আসার কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। অতঃপর ডিলারকে ফোন করলে উনি জানান রেশন সামগ্রী মেপে দেওয়ার জন্য যে ছেলেটিকে নিযুক্ত করা হয়েছে সে নাকি অসুস্থ। তাই রেশন খোলা হয়নি। আর এই তুচ্ছ অজুহাত শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন অপেক্ষায় বসে থাকা ভোক্তারা। রেশন পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদের গড়িমসি ও যেমন খুশি তেমন আচরণ শুরু বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। প্রায়শই এই রেশন ডিলার ও তার স্বামী এধরনের অজুহাতে রেশন বন্ধ রাখে। কখনো ডিলারের শরীর খারাপ তো কখনো কর্মচারীর। অতঃপর এই নিয়ে স্থানীয় এক ভোক্তা এদিন ক্ষোভ উগরে দিলেন।

GOVERNMENT OF TRIPURA

JOINT MOTORCYCLE RALLY
On the occasion of
"International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking"
Under Nasha Mukt Bharat Abhiyaan
Jointly organized in Collaboration With
Narcotics Control Bureau, Agartala Zonal Unit
and District Administration, West Tripura.

Flagging off by:
Prof.(Dr.) Manik Saha, Hon'ble Chief Minister, Government of Tripura,
Inaugurator & Chief Guest
In Presence of
Guest of Honour
Shri J.K.Sinha, IAS, Chief Secretary, Government of Tripura
Shri Anurag, IPS, Director General of Police, Tripura
Shri R. Sudhakar, IPS, DDG, NER, Narcotics Control Bureau
Shri Avula Ramesh Reddy, IPS, ANTF Head, Tripura

Special Guest
Shri Abhishek Singh, IAS, Secretary, RD, Home Department, Government of Tripura
Shri Prakash Ranjan Mishra, Addl. Director, Narcotics Control Bureau, Guwahati
Dr. Kiran Kumar K, IPS, Superintendent of Police, West Tripura District
Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District

Date: 25th June, 2025 Time: 08:00 AM
Venue: Umakanta Academy Play Ground
All are cordially invited to attend the programme.

(Ms. Megha Jain, IAS)
Addl. District Magistrate & Collector
West Tripura District.

ICA/D-441/25

মঙ্গলবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করে ফিরে গেলেন সাহায্য প্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৪৬তম পর্বে আজও সমস্যাপীড়িত মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে সাহায্য প্রত্যাশীগণ এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে। চিকিৎসা, শিক্ষা, জমি সহ বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমস্যাপীড়িতদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শান্তিরপাড়ার দুলাল চৌধুরীর ছেলে প্রিয়ম চৌধুরী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল করার পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্তরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জে.ই.ই.) মেন এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জে.ইই) অ্যাডভান্স পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করে আইআইটি-তে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। তবে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ছেলের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহণ করা কষ্টকর হচ্ছে জেনে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তীকে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

জিরানীয়ার চম্পকনগরের চন্দনা দেবনাথ হৃদরোগে আক্রান্ত তার কন্যার চিকিৎসার জন্য সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। চন্দনা দেবনাথের কন্যার হার্টে দু''টি ছিদ্র আছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এবং অপারেশনের পরামর্শ দিয়েছেন। আর.বি.এস.কে.-এর সাহায্য নিয়ে একটি ছিদ্রের অপারেশন করা হয়েছে। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অপর ছিদ্রটির অপারেশন করা সম্ভব হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানালে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে আর.বি.এস.কে.-এর মাধ্যমে চন্দনা দেবনাথের কন্যার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। কিডনির অসুখে আক্রান্ত জোলাইবাড়ির সুব্রত মহাজন এসেছিলেন চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে। সুব্রত''র দু''টি কিডনি বিকল হয়ে গেছে এবং চিকিৎসকরা তাকে কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। সুব্রত''র সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলে তার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন।

বিলোনীয়ার শিল্পী মজুমদার (সেন) তার স্বামীর চিকিৎসায় সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যেই তার স্বামীর চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন। লঙ্কামুড়ার জয়দ্বীপ দেবনাথ, অভয়নগরের মতিলাল দেববর্মা তার ছেলের চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তাদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। তাছাড়াও আগরতলার সোমেন সাহা, টাউন প্রতাপগড়ের মণিদীপা চৌধুরী সহ আরও অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা সমাধানে আশ্বস্ত হন। আজকের মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল. রাঞ্চল, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, আই.জি.এম. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশ্রি দেববর্মা, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. এস দেববর্মা, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় নেমে আসে আতঙ্ক। অভিযোগ, বিজেপি ঘনিষ্ঠ দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে বাদল দাসের বাড়িতে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় বাড়ির বাউন্ডারি ও অন্যান্য আসবাবপত্র। হামলার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরিবারের সদস্যরাও। ঘটনার খবর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। তার সঙ্গে ছিলেন সিপিআইএম নেতা রতন দাস এবং প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত।এদিন তিনি হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এটি একটি কাপুরুষোচিত হামলা। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে শাসকদল এই ধরণের সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনো লিখিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।তাঁর কথায়, এই ঘটনায় ফের রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে। বিরোধী দল সিপিআইএম ইতিমধ্যেই এর প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করুক প্রশাসন।

ধর্মনগরের উজ্জ্বল কর জিতলেন ব্রোঞ্জ পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন:কর্নাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুর ডাভানগিরি এলাকায় ২১ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যভিত্তিক সাব-জুনিয়র পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে ধর্মনগরের তরুণ প্রতিভা উজ্জ্বল কর দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছেন।

৭৪ কেজি ওজনশ্রেণিতে অংশ নিয়ে উজ্জ্বল কর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ২৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে চমকপ্রদ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

এই সাফল্যের মাধ্যমে উজ্জ্বল কর শুধু ধর্মনগর নয়, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব হয়ে উঠেছেন। বিশেষত, এই প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো খেলোয়াড় পাওয়ার লিফটিংয়ে বহির্রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে পদক জিতে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস গড়লেন।তাঁর এই অনন্য কৃতিত্ব ভবিষ্যতের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রেরণা জোগাবে নিঃ সন্দেহে।

সংবিধান হত্যা দিবস খোয়াইয়ে প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ জুন:আজ বিকালে জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মার সভাপতিত্বে ও অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে সংবিধান হত্যা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পুর চেয়ারপার্সন শ্রী নাথ শর্মা সংবিধান হত্যা দিবস সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান।বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৩০ জুন সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় নতুন টাউন হলে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করা হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। এরপর টাউন হলে এক আলোচনাচক্র ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এতে দেশাত্ববোধক সংগীত, নাটক পরিবেশিত হবে। অনুষ্ঠানে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বসহায়ক দলের সদস্যাগণ, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মীগণ, স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিভিন্ন কার্যালয়ের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

৬২ পরিবারের ২৪৬ ভোটার কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন:আজ আদিবাসী সম্মেলনে ৬২ পরিবারের ২৪৬ জন আদিবাসী ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। আজ আমবাসা টাউন হলে রাজ্যভিত্তিক আদিবাসী কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় আদিবাসী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ডক্টর ভিক্রান্ত ভুড়িয়া, প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ সপ্তগিরি ওলকা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য বিধায়ক বিরজিত সিনহা, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি ইনচার্জ ক্রিস্টোফার তিলক, প্রাক্তন বিধায়ক তথা আদিবাসী নেতা দিবাচন্দ্র রাংখল, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্য, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বিশালগড়ে এইচ এফ টি স্বাস্থ্য শিবির

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ জুন।। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা বিশালগড় শাখার উদ্যোগে সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিশালগড় নিউ মারকেটের নতুন বাজার শেডে বিনামূল্যে ব্লাড সুগার টেস্ট এবং ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুশান্ত দেব মহাশয়। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সুগারের সচেতনতা ও ফাউন্ডেশনের ধারাবাহিক বিভিন্ন কাজের ভূয়সী প্রশ ংসা করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশালগড় শাখার সম্পাদক অসীম ঘোষ। এছাড়াও কাউন্সিলার রতন দেবও ভাষণ দেন। শিবিরে ২২৬ জনের সুগার টেস্ট ও প্রেসার চেক করা হয় এবং এতে নতুন ৪ জনের শরীরে সুগার ধরা পড়ে।

তুলসীবতী বিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন অভিভাবিকদের

বিতীর্ণ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাজ্যের বনেদী বিদ্যালয় বলে কথিত রাজধানীর মহারানী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ের মান দিন দিন দিন নিম্নগামী। বিশেষত মহারানী তুলসীবতীর প্রধান শিক্ষক অবসরে যাবার পর আট মাস হয়ে গেলেও কোন প্রধান শিক্ষক দেয়া হয়নি রহস্য জনক কারণে। ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রাইমারী বিভাগে চলছে শিক্ষক স্বল্পতা। একশত ছাত্রী পিছু প্রায় এক জন শিক্ষিকা। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। দুপুরের মিডডে মিলের অবস্থা শোচনীয়। ড্রেন ও বাথরুমের গুলিতে নাকমুখ চেপে ঢুকতে হয়। অভিযোগ বিগত দিনের নাম ভাঙিয়ে বেঁচে আছে তুলসীবতী। শিক্ষা অধিকর্তা সবই জানেন কিন্তু প্রতিকার হচ্ছে না।এইব্যাপারে তিতিবিরক্ত হয়ে মঙ্গলবার দুপুরে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারীর একঝাক অভিভাবিকা শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দেন। তাদের দাবি তুলসীবতীতে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা বিদ্যালয়ে ৫জন ইংরেজি স্নাতকোত্তর শিক্ষক থাকার পরেও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি বিষয়ে ফেলের সংখ্যা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এখন দেখার দফতর এব্যাপারে কি ব্যাবস্থা নেয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বুথকে শক্তিশালী করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার বুথ শক্তিশালী বুথ - এই ভাবনায় কাজ করতে হবে। বুথকে শক্তিশালী করার জন্য ভোটার বা স্থানীয় লোকজন ও পরিবারগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে কার্যকর্তাদের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলছেন রাজনীতির জন্য রাজনীতি করতে হয় না। মানুষের প্রতিনিয়ত সমস্যায় পাশে দাঁড়াতে হবে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টি সম্পর্কে মানুষের আস্থা বেড়েছে। আর এখন প্রায় ২০টি প্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি একটা সামাজিক পার্টি। এই পার্টি মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবে এবং দেশের জন্য ভাবনা চিন্তা করে। সবাইকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। কে কি কাজ করছে সেটা কাজের মাধ্যমে পরিচয় হবে। কাজের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যেতে পারে মানুষ। পদের কথা না ভেবে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। যারা আগে কাজ করেছেন তাদেরকেও পাশে নিতে হবে। সবাইকে আনতে হবে এবং সবাইকে সম্মান করতে হবে। ছোটদের আদর ভালবাসা এবং বড়জনদের সম্মান দিতে হবে। এছাড়াও কথা বলার ধরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কথা কম, কাজ বেশি করতে হবে আমাদের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপারেশন সিঁদুর, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক সহ একাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। অথচ এরআগে কত লম্ফঝম্ফ হয়েছে। মুম্বাই হামলা কিংবা সংসদ ভবন আক্রমণ এর জবাবে কিছু করা হয়নি। তাই কাজ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের অবশ্যই মা বোনেদের সম্মান দিতে হবে। তাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করছে আমাদের সরকার। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় দেশের ২৮টি প্রদেশের মধ্যে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। কিছুদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন উন্নয়ন কাকে বলে সেটা ত্রিপুরায় গিয়ে দেখে আসুন। গতকালই দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। যা আমাদের জন্য খুবই গর্বের ও আনন্দের বিষয়। এটা একটা মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ত্রিপুরা এখন সবদিক দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। জিএসডিপি ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য্য, বড়দোয়ালি মন্ডলের প্রভারী সুব্রত চক্রবর্তী, মন্ডল সভাপতি শ্যামল কুমার দেব, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি সহ বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীগণ।

বিরক্তি প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে ট্রাম্পের সরাসরি হস্তক্ষেপ ও নেতানিয়াহুর সঙ্গে সংলাপ পরিস্থিতিকে আপাতত নিয়ন্ত্রণে এনেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান ১২ দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর অবশেষে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করা হয়েছে, যা বহু যুদ্ধাক্রান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে সাময়িক স্বস্তি এনে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সংঘর্ষকে "১২ দিনের যুদ্ধ" বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং জানান, উভয় পক্ষ প্রায় একসঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরুর আবেদন জানিয়েছিল। যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসে ইরানি রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে। সংবাদে জানানো হয়, "শত্রুর ওপর অস্ত্রবিরতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।" ইরানের দাবি, এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের জবাবে একটি "সামরিক প্রতিক্রিয়া।" এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে ইরান কাতারে অবস্থিত একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়, যা এই সংঘর্ষকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায় এবং মার্কিন বাহিনীকেও সরাসরি এই অঞ্চলের সংঘাতে যুক্ত করে তোলে।

মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএনএ-র তথ্যমতে, ২২ জুন পর্যন্ত ইরানে ৮৬৫ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২১৫ জন সেনাসদস্য, ৩৬৩ জন বেসামরিক নাগরিক এবং ২৮৭ জনের পরিচয় অজ্ঞাত। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩,৩৯৬ জন। ইরানি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ যদিও এই সংখ্যাকে কমিয়ে দেখিয়েছেতাদের হিসেব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ২২৪ এবং আহত ২,৫০০-এর বেশি, তবে উভয় সূত্রই জানিয়েছে, বেশিরভাগ হতাহত সাধারণ মানুষ। ইজরায়েলি বিমান হামলা শুরুতে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে কেন্দ্রীভূত থাকলেও পরবর্তীতে তা ব্যাপকভাবে বেসামরিক আবাসিক এলাকায় এবং এমনকি কারাগারেও আঘাত হানে। এতে ব্যাপক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটেছেলাখো মানুষ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। হতাহতের তালিকায় রয়েছেন সহায়তা কর্মী, প্রতিবন্ধী শিশু এবং পরমাণু বিজ্ঞানীরাও। ইরানের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, রাজধানী তেহরানের কুখ্যাত এভিন কারাগারেও ইসরায়েলি হামলা হয়েছে, যেখানে বহু রাজনৈতিক বন্দি আটক রয়েছেন।

ইরান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইজরায়েলেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত অন্তত ২৪ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং প্রায় ৬০০ জন আহত হয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বেইর শেভাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে যুদ্ধবিরতির ঠিক আগে, যেখানে কমপক্ষে তিনজনের মৃত্যু এবং আটজন আহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে জরুরি পরিষেবা সংস্থাগুলি। ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের নিচে এখনও অনেকেই চাপা পড়ে রয়েছেন বলে জানিয়েছে উদ্ধারকারী দল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, উভয় দেশই একযোগে শান্তি আলোচনার জন্য তাদের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তাঁর কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা দল রাতভর কাজ করে যুদ্ধবিরতির একটি সমঝোতা তৈরি করে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে সকাল ৪টার দিকে। এর কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ইজরায়েলি বাহিনী ইরানের শহরগুলিতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ চালাচ্ছিল।

এই ১২ দিনের সংঘর্ষে উভয় দেশের জরুরি সেবাব্যবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাসপাতালগুলো আহতদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে, এবং উদ্ধারকারী দলগুলো ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বেঁচে থাকা মানুষদের খুঁজে বের করার কাজ করছে। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমন, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং নিরবিচারে ত্রাণ সরবরাহের আহ্বান জানিয়েছে। যুদ্ধবিরতির এই সিদ্ধান্ত সাময়িক স্বস্তি আনলেও, এর স্থায়িত্ব নিয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে। ইরান বলেছে, ইজরায়েল যদি হামলা বন্ধ রাখে, তবে তারাও প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। তবে ইজরায়েলি কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত চুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। এই সংঘাত আবারও প্রমাণ করেছে, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা কত দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের রূপ নিতে পারে, যার সবচেয়ে বড় শিকার হয় সাধারণ নাগরিকেরা।

এরই মধ্যে সময় যত গড়িয়েছে, পরিস্থিতি ততই বদলেছে। যুদ্ধবিরতিতে কার্যত সম্মত হয়েও হামলা থামেনি। ফলে, মধ্যস্ততাকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। অবশ্য, ইরানের উপর মার্কিন হামলায় ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচনা এবং চাপের মুখে পড়েছিল ট্রাম্প। ফলে, একপ্রকার বাধ্য হয়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হোক চাইছেন তিনি।

আরও কিছুদিন

● প্রথম পাতার পর

সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য কিছু ট্রেন বাতিল এবং আংশিক বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন চলাচল এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য যাত্রীদের সরকারি রেল যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে আপডেট থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

তিনি জানান, ২৪ জুন রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১১ (রঙিয়া-শিলচর)এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৬১২ (শিলচর-রঙিয়া) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৫৬১৫ (গুয়াহাটি-শিলচর) এক্সপ্রেস, ২৫ জুন রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১৬ (শিলচর-গুয়াহাটি)এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৮৮৮/১৫৮৮৭ (গুয়াহাটি-বদরপুর-গুয়াহাটি) টুরিষ্ট এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ২২৪৫০ (নিউ দিল্লি — গুয়াহাটি) পূর্বোত্তর সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস এবং ২৭ জুন রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৩ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-আগরতলা)হামসফর এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়া, ২৩ জুন রওনা দেওয়া ট্রেন নং. ১৫৬২৫ (দেওঘর-আগরতলা)এক্সপ্রেসটি লামডিঙে সংক্ষিপ্ত সমাপন করা হবে এবং লামডিং ও আগরতলার মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। ২৪ জুন রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ-সাবরুম)কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসটি লামডিঙে সংক্ষিপ্ত সমাপন করা হবে এবং লামডিং ও সাবরুমের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। ২৪ জুন রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫১৬ (শিলচর-কয়েম্বাটোর)এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ হবে এবং শিলচর ও গুয়াহাটির মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। ২৫ জুন রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০২ (আগরতলা-কলকাতা)গরীব রথ এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ হবে এবং আগরতলা ও গুয়াহাটির মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে।

তিনি জানান, অনুমান অনুসারে প্রায় ৫০,০০০ ঘনমিটার কাদা এবং পাথর রেলওয়ে রিটেইনিং ওয়াল পর্যন্ত এসে পড়েছে। যত সম্ভব তাড়াতাড়ি ট্র্যাকের কাজ শুরু করার জন্য কমপক্ষে ৩০,০০০ ঘনমিটার কাদা পরিষ্কার করতে হবে। রেলওয়ের টিম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে এবং লামডিং ডিভিশন এবং মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য ঘটনাস্থলে ক্যাম্প করছেন। তিনি বলেন, রেলওয়ে প্রশাসন অনিবার্য ট্রেন বাতিলকরণ এবং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার ফলে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত এবং আশ্বাস প্রদান করে যে সুরক্ষা নিশ্চিত করে ট্রেন চলাচল পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, হেল্পলাইন এবং সোশিয়াল মিডিয়া হ্যান্ডেলের মাধ্যমে ট্রেন পরিষেবা সম্পর্কে সর্বশেষ আপডেটগুলি পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয়। হাত পায়ের বিভিন্ন অংশ শরীর থেকে আলাদা অবস্থায় রয়েছে। গতকাল রাতে ও গন্ধ পাওয়া যায় নি আজ গন্ধের পেয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দক্ষিণ জেলায় পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৪ জুন:বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে ধরতি আভা ভাগিদারী যোজনা দক্ষিণ জেলা কতটুকু কার্য্যকর করা হয়েছে সে বিষয়ের উপর পর্য্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়ার পৌরহিত্যে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে হয় এ পর্য্যালোচনা বৈঠক।

বৈঠকে মন্ত্রী দক্ষিণ জেলায় কতজন জনগণকে এই যোজনার আওতায় আনা গেছে আরো কিভাবে আনা যাবে সে বিষয় গুলোর উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ১৫ জুন থেকে দক্ষিণ জেলা এই যোজনার সূচনা হয় চলবে ৩০ জুন পর্য্যন্ত, জেলার ৫৯ টি এডিসি ভিলেজে এই অভিযান চলবে। এতে করে বিশেষ করে জনজাতি অংশের জনগণ সরকারি সহায়তায়সহ বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহন করা,রেশন কার্ড,পিআরটিসি, ইনকাম, কাষ্ট সার্টিফিকেট, স্বাস্থ্য বিমা কার্ড এগুলো ছাড়া রাস্তা ঘাট, পানীয় জল,বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হবে এসমস্ত বিষয় গুলো নিয়েও আজকের এই পর্য্যালোচনা বৈঠক।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান জনজাতি দের মধ্যে ১ লক্ষ ২৪ হাজার জনজাতি এই প্রকল্পের সহায়তা পাবে।এখন পর্য্যন্ত ষাট শতাংশ মানুষ কে এই যোজনার আওতায় আনা গেছে, আরো সাতদিন রয়েছে যাতে করে একশ শতাংশ করা যায় সে লক্ষে কাজ করা হচ্ছে। আজকের পর্য্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া ছাড়া ছিলেন বিধায়ক মাই লাফ্রু মগ, প্রমোদ রিয়াং, অশোক মিত্র,দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, জেলার মহকুমা শাসকগণ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সনগণ, এমডিসি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগন।

রথযাত্রা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে কুমারঘাটে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৪ জুন:আসন্ন রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা উৎসব কুমারঘাট মহকুমায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আজ মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্কর দাস, কুমারঘাট বিএসি''র চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, মহকুমা শাসক এম এস চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উৎপলেন্দু দেবনাথ সহ ডিসিএম গণ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের রথযাত্রা আয়োজক কমিটির সদস্যগণ। মহকুমা শাসক রথযাত্রা উদযাপনের নিয়মবিধি নিয়ে সভায় বিস্তৃত আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, আগামী ২৭জুন রথযাত্রা উদযাপন ও ৫ জুলাই উল্টো রথযাত্রা উদযাপনের জন্য মহকুমা প্রশাসন থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। অনুমতির জন্য আগামী ২৫ জুনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। রথযাত্রা ও উল্টোরথ যাত্রায় রথের উচ্চতা চূড়া সহ ১২ ফুটের বেশি করা যাবে না এবং রথের চূড়ায় ধাতব বস্তু লাগানো যাবে না। রথযাত্রা ও উল্টোরথ যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ডিসিএম দের নেতৃত্বে চারটি টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিমে অগ্নি নির্বাপক, বিদ্যুৎ নিগম, পূর্ত, পুলিশ ও বনদপ্তরের আধিকারিকগণ থাকবেন। প্রত্যেক রথযাত্রা উদযাপন কমিটিকে শোভাযাত্রা বের করার সময় পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক রাখার জন্য বলা হয়েছে। রথযাত্রা এবং উল্টো রথযাত্রা এই দুটি অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ করা হবে। এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শুরু হয়েছে ১৫ জুন থেকে এবং চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত।

মন্ত্রী নাথ বলেন, 'ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যজুড়ে ১৫ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান শীর্ষক একটি সচেতনতা ও উপকার প্রদান অভিযান পরিচালনা করছে।'

তিনি আরও বলেন, "ত্রিপুরায় ৮টি জেলার ৫২টি ব্লকে ৭৭৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি, যার আওতায় রয়েছে ৩৯২টি রাজস্ব গ্রাম, তারা ডিএজিজিইউএ-র মাধ্যমে উপকৃত হবে। রাজ্যের ২০টি দপ্তর এই অভিযান বাস্তবায়ন করবে। আমাদের দল ও সরকার যৌথভাবে এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারের মূল স্লোগান হল 'সবার সঙ্গে, সবার উন্নয়ন'।"

মন্ত্রী আরও বলেন, কিছুদিন আগেই সরকার পিএম জনমন প্রকল্প চালু করেছে। "বিজেপি সর্বদা সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষদের কথা ভাবে, সরকারও তাই করে। সেইসব পিছিয়ে পড়া জনজাতি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই দুটি কর্মসূচি ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান এবং ধরতি আবা গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান চালু করা হয়েছে। রাজ্যের ৮টি জেলায় ৮ জন মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের জনজাতি ভাইবোনেরা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে উন্নয়নের দিক থেকে, কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার তাদের উন্নয়নের জন্য নিরলস পরিশ্রম করছে। কোথাও কোনও ঘাটতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা শিল্প প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য শিবির, কুইজ প্রতিযোগিতা, সচেতনতা অভিযানসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি," বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী নাথ আরো বলেন যে পশ্চিম জেলার অধীনে সাতটি স্থানে - ২৬ জুন জিরানিয়া আরডি ব্লকে, ৩০ জুন বেলবাড়ি আরডি ব্লকে, ৩০ জুন পুরাতন আগরতলা আরডি ব্লকে, ২৬ জুন লেফুঙ্গা আরডি ব্লকে, ২৬ জুন মন্দাই আরডি ব্লকে, ২৮ জুন হেজামারা এবং মোহনপুর আরডি ব্লকে এবং ডুকলি আরডি ব্লকে, এই অভিযান ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হবে।

"আমরা তাদের এসটি সার্টিফিকেট, পিএম-কিষাণ, পিআরটিসি, আয়ুষ্মান ভারত, কিসান ক্রেডিট কার্ড ও মুদ্রা ঋণ, প্যান কার্ড, জীবন জ্যোতি যোজনা, অটল পেনশন যোজনা ও আইসিডিএস প্রকল্প সহ সকল ধরনের সরকারি সুবিধা প্রদান করব," বলেন কৃষি মন্ত্রী।

নেশা কারবারি

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মহিলা থানার পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা ছুটে এসে অভিযুক্ত ঝুমা দাসকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের, ধৃত মহিলা নিজেকে বাঁচানোর জন্য মৃদুল দাস ও বিকি দাস নামে দুই কুখ্যাত মাদক কারবারির উপর দায় চাপান। তিনি দাবি করেন, সম্পর্কে তাঁর আত্মীয় ওই দুই ব্যক্তি প্রায় দুই মাস আগে তাঁকে ১০০টি ড্রাগসের কৌটা বিক্রির জন্য দিয়েছিল। ঝুমার মতে, মূল কারবারিদের বাড়ি বাল্লারবের এলাকায়।

অভাবের সংসারের দোহাই দিয়ে ঝুমা জানান, তাঁর শ্বশুর একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করেন এবং শাশুড়ি একটি হাসপাতালে কর্মরত। সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগাতেই তিনি এই অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁর স্বামীও একজন মাদক কারবারি এবং সম্প্রতি তাঁরা নিজেদের গাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে এই ব্যবসা শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। এদিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ বাড়ছে খোয়াইবাসীর মধ্যে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে খোয়াইবাসী। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ শুধুমাত্র ছোটখাটো নেশাখোরদের ধরে বাহবা কুড়োচ্ছে, কিন্তু মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আসল মাদক কারবারিরা বুক চিতিয়ে তাদের সাম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের দাবি, বর্তমানে মাদক কারবারিদের ধরতে পুলিশের ভূমিকা কার্যত শূন্যের কোঠায়। বরং সাধারণ মানুষই নিজেদের উদ্যোগে ছিঁচকে ডিলার ও নেশাখোরদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে। ঠিক যেমন সোমবার সন্ধ্যায় খোয়াই সুভাষপার্কের কৃষ্ণমন্দিরের সামনে থেকে তিনজন ড্রাগস ডিলারকে হাতেনাতে ধরেছিল আমজনতা।

যুবসমাজকে মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করতে পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মনে করছেন শহরবাসী। তাঁদের মতে, খোয়াইতে যেভাবে মাদকের সাম্রাজ্য বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সদস্যরা, মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সকাশে মিলিত হয়েছেন। সম্পূর্ণ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। পাশাপাশি রাজ্যে ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও তার পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে সামনে রেখে রাজ্য ক্রীড়া প্রশাসনকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মত বিনিময় কালে ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভূমিকার ভূয়ষী প্রশংসা করেন। রাজ্যের খেলাধুলার মান উন্নয়ন নিয়ে বেশ কিছুটা সময় মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

তিনি ক্রীড়া সাংবাদিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতারও আশ্বাস দেন।

মঙ্গলবার দুপুরে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক উপহারে সংবর্ধিত করা হয়। টিএসজেসি-র পক্ষ থেকে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অনির্বাণ দেব, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য্য, কার্য্যকরী সদস্য অভিষেক দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ক্লাব সভাপতি ও সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো দেখে অত্যন্ত খুশি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী রাকশা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে এলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতি রাকশা নিখিল খাডসে। দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্স ঘুরে দেখলেন তিনি।

দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পরিকাঠামো দেখে খুশি হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্রীড়ার সামগ্রিক পরিকাঠামো গঠনে ত্রিপুরা সেতুবন্ধন হিসেবে প্রতীয়মান হবে।

বিশেষ করে এই উপলক্ষকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি রাকশা নিখিল খাডসের ত্রিপুরা পরিদর্শনে আসা। মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে পা দিতেই সরকারিভাবে উনাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। অতঃ পর স্টেট গেস্ট হাউজে একটু অবস্থানের পর সরাসরি তিনি চলে আসেন দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। সেখানে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পরিদর্শন করে ক্রীড়া পরিকাঠামো থেকে শুরু করে সামগ্রিক বিষয় অনুধাবন করে অত্যন্ত খুশি বলে উনার মনোভাব ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে রাজ্য ক্রীড়ার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক এবং সামগ্রিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। অতঃপর দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নবনির্মিত সিনথেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ঘুরে দেখেন। পরে তিনি গোমতী জেলার উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে যান। এক কথায় কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রীর সুচিন্তিত ত্রিপুরা পরিদর্শন এবং ক্রীড়া পরিকাঠামোর খোঁজখবর নেওয়ার প্রেক্ষাপটে আগামী দিন বেশ কিছু জাতীয় ক্রীড়া আয়োজনে সবুজ সংকেত মিলতে পারে বলে অনুমান।

ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ফুটবল ইভেন্টের রিফ্রেশার কোর্স শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মাঠে ময়দানে কর্মরত শারীর শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিয়ে সাত দিন যাবৎ ফুটবলের রিফ্রেশার কোর্স ও কর্মশালা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে স্পোর্টস স্কুলের মাঠে এই কর্মশালার শুভারম্ভ করেন ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা দিলীপ দেবনাথ।

উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব শুভেনজিৎ সিনহা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত ফুটবল বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন সাই কোচ দীপক চক্রবর্তী ও শ্যাম মানিক লোধ।

আগামী দিনে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুদে ফুটবলারদের কি ভাবে উন্নত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষান দেওয়া যায় সেই বিষয়ে বিশদ ধারনা দেন তারা দুজন। প্রত্যেকদিন সকাল ৯টা থেকে থিওরী ও বিকেল চারটা থেকে হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেবেন বিশেষজ্ঞরা।

আট জেলার ২৯ জন ফুটবল কোচ এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। এখবর জানান কোর্স কোর্ডিনটর প্রনব অখণ্ড।

বুমরা-পত্নীর কাছে গাওস্কর-পুজারার অনুরোধ, ওকে সব টেস্ট খেলার জন্য রাজি করাও! শুনে স্ত্রীকে কী বললেন জোরে বোলার?

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। সব ম্যাচে জসপ্রীত বুমরাহকে পাবেন না শুভমন গিলেরা। দেশের অন্যতম সেরা জোরে বোলার সম্ভবত তিনটি টেস্ট খেলবেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সুনীল গাওস্কর এবং চেতেশ্বর পুজারা চান সব ম্যাচ খেলুক বুমরাহ। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দুই ধারাভাষ্যকার বুমরাহকে রাজি করানোর দায়িত্ব দেন তাঁর সঞ্চালিকা স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনকে।ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে আলোচনার সময় গাওস্কর বলেন, “ভাল বিরতি আছে। পরের টেস্টের আগে আট দিন বিরতি রয়েছে। মনে হয় না পরের টেস্ট খেলতে কোনও সমস্যা হবে। তার পরের ম্যাচটা লর্ডসে। লর্ডসে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক নয়। সেই ম্যাচের পর আবার আট দিনের বিরতি। চতুর্থ ম্যাচটা হবে ম্যাঞ্চেস্টারে। ওখানে বোলারেরা ভাল সাহায্য পায়। এপ্রিল, মে। জুন, জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর বা নভেম্বর ম্যাঞ্চেস্টারে সব সময় বল সুইং করে। তার পরের ম্যাচ ওভালে। পাঁচটা দিনের ব্যাপার। আমার তো মনে হয় বুমরাহের নজর পাঁচটা ম্যাচের দিকেই রয়েছে। জলপ্রীত, তোমাকে আমাদের দরকার। জসপ্রীত দয়া করে তুমি সব ম্যাচ খেল।”তাঁর আগে সঞ্জনাকে অনুরোধ করেন পুজারা। ওই অনুষ্ঠানেই পুজারা বলেন, “তোমাকে (সঞ্জনাকে) একটা অনুরোধ করতে চাই। তুমি একটু বুমরাহকে বোঝাও, যাতে ও কয়েকটা ম্যাচ বেশি খেলে দেয়। একটু চেষ্টা করে দেখ। পারলে তুমিই পারবে ওকে বোঝাতে। ব্যাপারটা আমরা তোমার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।” স্বাভাবিক ভাবেই সঞ্জনা সে সময় কোনও উত্তর দেননি। হেসে পরিস্থিতি সামাল দেন।সোমবার টেস্টের চতুর্থ দিন সকালে খেলা শুরুর আগে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় গাওস্কর এবং পুজারার অনুরোধের কথা জানান বুমরাহকে। অনুরোধ শুনে বুমরাহ হাসি মুখে বলেন, “এটা নিয়ে আমরা অন্য এক দিন আলোচনা করব।” অতিরিক্ত চাপ এড়াতেই সব ম্যাচ খেলতে চান না বুমরাহ। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁকে তেমনই পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরাও। কারণ গত বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির শেষ টেস্টে পিঠের পুরনো জায়গায় আবার চোট পান বুমরাহ। সে জন্য বেশ কিছু দিন মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। খেলতে পারেননি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আইপিএলের শুরুর দিকেও কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। এখনও পাঁচটি টেস্ট খেলার ধকল নেওয়ার মতো ফিটনেস নেই তাঁর। অতিরিক্ত

ত্রিপুরা ফুটবল এসো-র গভর্ণিং বডির সভা ২৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গভর্ণিং বডির সভা ২৯ জুন। রাজ্য ফুটবল সংস্থার। ওই দিন সকাল সাড়ে ১১ টায় রাজ্য ফুটবল সংস্থার অফিস বাড়িতে হবে সভা। তাতে রাখাল শীল্ড নক আউট ফুটবল এবং প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল আসরের জন্য ভিন রাজ্য থেকে রেফারি আনা নিয়ে আলোচনা হবে। সভা গভর্ণিং বডির সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অমিত চৌধুরী অনুরোধ করেছেন।

জাতীয় আসরের জন্য তিনদিন ব্যাপী ফুটবলের নির্বাচনী শিবির শুরু ২৮শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিন দিনব্যাপী নির্বাচনী শিবির শুরু ২৮ জুন। চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। এবছর জাতীয় জুনিয়র বালক, বালিকা এবং সাব জুনিয়ার বালক, বালিকা জাতীয় আসরের অংশ নেবে ত্রিপুরা। আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ত্রিপুরা দল গঠনের জন্যই হবে নির্বাচনের শিবির। সাব জুনিয়র বালক এবং বালিকা বিভাগে এক জানুয়ারি ২০১২ সালের পর এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের আগে জন্ম ফুটবলাররা অংশ নিতে পারবে শিবিরে। জুনিয়র বিভাগে এক জানুয়ারি ২০১০ সালের পর এবং ৩১ জানুয়ারি ২০১১ সালের আগে জন্ম ফুটবলাররা অংশ নিতে পারবে। ফুটবলারদের শিবিরে যোগ দেওয়ার সময় বয়সে প্রমাণপত্র, আধার কার্ড, ফটো নিয়ে আসতে হবে। রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অমিত চৌধুরী এক বিবৃতিতে খবর জানান।

টিসিএ আয়োজিত রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে দুই বিভাগে আজ ৬টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের ছয়টি ম্যাচ আজ। এর মধ্যে এলিট গ্রুপের হবে দুটি ম্যাচ। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে কৈলাসহর মহকুমা খেলবে শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে এবং টি আই টি মাঠে কমলপুর মহকুমা খেলবে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে। প্লেট গ্রুপে হবে চারটি ম্যাচ। তাতে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মাঠে নামবে সাব্রুম এবং জিরানিয়া মহাকুমা। বিলোনিয়ার বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে দুই দল মুখোমুখি হবে। আসরের প্রথম ম্যাচে সাব্রুম মহকুমা পরাজিত করেছিলো বিলোনিয়া মহকুমাকে এবং জিরানিয়া মহকুমা পরাজিত করেছিলো খোয়াই মহকুমাকে। এদিকে উদয়পুরের জামজুরি স্কুল মাঠে খোয়াই মহকুমা খেলবে সোনামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে, অমরপুরের রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অমরপুর মহকুমা খেলবে ধর্মনগর মহকুমার বিরুদ্ধে এবং ধর্মনগরের কলেজ স্টেডিয়ামে লংতরাইভ্যালি মহকুমা খেলবে কাঞ্চনপুর মহকুমার বিরুদ্ধে। সাব্রুম এবং জিরানিয়া মহকুমার পাশাপাশি ধর্মনগর মহাকুমাও চাইবে আজ জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। ১২ দলই মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

বিয়ে পিছিয়ে দিলেন রিঙ্কু, কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন কেকেআরের ব্যাটার?

এই বছর নভেম্বরে রিঙ্কু সিংহের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে দিচ্ছেন রিঙ্কু নিজেই। পরের বছর বিয়ে করবেন তিনি। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে হবে রিঙ্কুর বিয়ে।১৮ নভেম্বর রিঙ্কুর বিয়ে হবে বলে জানা গিয়েছিল। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে বাগ্দান সেরে ফেলেছেন রিঙ্কু। এক সংবাদমাধ্যম ‘অমর উজালা’ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছর বিয়ে হচ্ছে না তাঁদের। নভেম্বরে ভারতের খেলা রয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে যাবেন রিঙ্কু। সেই কারণেই নভেম্বরে বিয়ে করবেন না তিনি।৮ জুন বাগ্দান হয় রিঙ্কু এবং প্রিয়ার। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, অভিনেত্রী জয়া বচ্চন, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল, ক্রিকেটার ভুবনেশ্বর কুমারের মতো ব্যক্তিত্বেরা। সেই সময়ই জানা গিয়েছিল ১৮ নভেম্বর বিয়ে হবে রিঙ্কুর। বারাণসীর একটি বিলাসবহুল হোটেল ওই দিনের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল পরিবারের তরফে। এখন বিয়ে পিছিয়ে গিয়েছে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। দিন এখনও জানা যায়নি।

অবসর ভেঙে ছোটবেলার ক্লাবে, চাননি বেতন নিতেও, ২৪ বছর পর দলকে লা লিগায় তুললেন দু’বারের ইউরোজয়ী

চমক দিলেন সান্টি কাজোর্লা। ছোটবেলার ক্লাব রিয়াল ওভিয়েডোকে ২৪ বছর পর লা লিগার মূল পর্বে তুলেছেন তিনি। ৪০ বছর বয়সি ফুটবলার ২০২৩ সালে ফিরেছিলেন নিজের পুরনো ক্লাবে। গত বার ফাইনালে হেরেছিলেন। এ বার ক্লাবকে লা লিগায় তুলেছেন তিনি।

সেগুন্ডা প্রোমোশন প্লে-অফের ফাইনালে মিরান্দেসকে দুই পর্ব মিলিয়ে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ওভিয়েডো। গোল করেছেন ৪০ বছরের কাজোর্লা। স্পেনের প্রাক্তন ফুটবলার এর আগে সেমিফাইনালে আলমেইরার বিরুদ্ধে ফ্রি কিক থেকে গোল করেছিলেন। সেই গোলে জিতে প্লে-অফ খেলার সুযোগ পায় ওভিয়েডো। প্রথম পর্বে ০-১ গোলে হারে তারা। দ্বিতীয় পর্বে ৩-১ গোলে (দুই পর্ব মিলিয়ে ৩-২) জেতে ওভিয়েডো। এই জয়ের ফলে ২৪ বছর পর আবার লা লিগায় দেখা যাবে তাদের।ওভিয়োডের যুব দল থেকে উত্থান কাজোর্লার। ২০০৩ সালে এই ক্লাব ছাড়েন তিনি। তার পরে ভিয়ারিয়াল, মালাগা, আর্সেনাল, আল সাদের মতো দলের হয়ে খেলেছেন তিনি। স্পেনের জাতীয় দলের হয়ে ৮১টা ম্যাচ খেলেছেন কাজোর্লা। ২০০৮ ও ২০১২ সালে তাদের ইউরোজয়ী দলে ছিলেন তিনি। তবে ২০১০ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলে সুযোগ পাননি তিনি।অবসর ঘোষণা করে ফেলেছিলেন কাজোর্লা। তা ভেঙে ২০২৩ সালে ওভিয়েডোতে ফেরেন তিনি। ২০২৪ সালে দলকে প্লে-অফের ফাইনালে তুলেছিলেন তিনি। সে বার হেরে যান। কিন্তু এ বার হারেননি কাজোর্লা। এর আগেও ক্লাবের জন্য এগিয়ে এসেছেন তিনি। ২০১২ সালে ওভিয়েডো আর্থিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ক্লাবের আংশিক মালিকানা কিনেছিলেন তিনি। আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তিনি পাশে পেয়েছিলেন স্পেনের আরও দুই ফুটবলার জুয়ান মাতা ও মিচুকে। তাঁরাও এই ক্লাবেই ছোট থেকে খেলেছেন।ওভিয়েডোতে ফেরার পর পারিশ্রমিক নিতে চাননি কাজোর্লা। কিন্তু লা লিগার নিয়ম, বিনা পারিশ্রমিকে কেউ খেলতে পারবেন না। তাই লিগের নিয়মে ন্যূনতম পারিশ্রমিকে (ভারতীয় মুদ্রায় বছরে ৯০ লক্ষ টাকা) খেলেছেন তিনি। সেই টাকাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন ক্লাবের অ্যাকাডেমিতে। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে বিনা পারিশ্রমিকেই খেলেছেন তিনি।ছোটবেলার ক্লাবকে লা লিগায় তুলে কাজোর্লা বলেন, “আমার কেরিয়ার যথেষ্ট সফল। শেষ কাজটাও এ বার করলাম। যে ক্লাব আমাকে তৈরি করেছে তার জন্য এটা করা আমার কর্তব্য ছিল। আমি বিনা পারিশ্রমিকেই খেলতাম। কিন্তু নিয়মও মানতে হবে। এই ক্লাবে খেলার সময় ছোটবেলায় অনেক স্বপ্ন দেখেছি। তার বেশির ভাগই পূর্ণ হয়েছে। তাই সেই ক্লাবকে যতটা পেরেছি সাহায্য করেছি।”

বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন বিতর্ক, শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরেই টেস্টের নেতৃত্ব ছাড়তে পারেন নাজমুল! কেন?

বাংলাদেশের ক্রিকেটে আবার উত্তাপের আভাস। কয়েক দিন আগে এক দিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক করা হয়েছিল মেহদি হাসান মিরাজকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এই সিদ্ধান্ত নাকি মেনে নিতে পারেননি নাজমুল হোসেন শান্ত। ক্রিকেট কর্তাদের সিদ্ধান্তে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ নাজমুল ইস্তফা দিতে পারেন টেস্ট দলের নেতৃত্ব থেকে।নাজমুলের ইস্তফার সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহলে। বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়কের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি তাঁর পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিয়েছেন সে দেশের সংবাদমাধ্যমে। বাংলাদেশ এখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে টেস্ট সিরিজ খেলছে। প্রথম টেস্টের দু’ইনিংসেই শতরান করেছেন নাজমুল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ শেষ হওয়ার পর নিজের সিদ্ধান্ত বিসিবি কর্তাদের জানিয়ে দিতে পারেন নাজমুল।বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কাতেই নাজমুলকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, এখনও এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। বোর্ডের কারও সঙ্গে কথা হয়নি। নাজমুল বলেছেন, “আলোচনা তো আগে থেকেই হচ্ছে। আলোচনা চলুক। এটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি না। আপাতত অধিনায়ক এবং ক্রিকেটার হিসাবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ভাল ভাবে শেষ করতে চাই। এমন সময় এ ধরনের আলোচনা হওয়া উচিত নয়। যত তাড়াতাড়ি এ সব বন্ধ হয়, তত ভাল। আশা করব, পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে সবাই চেষ্টা করবে মাঠে কী ভাবে অবদান রাখতে পারে।”নাজমুল স্বীকার বা অস্বীকার করেননি। তবে বিসিবি সূত্রে খবর, শ্রীলঙ্কা সফরের আগে টেস্ট দলের নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন নাজমুল। বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনের প্রধান নাজমুল আবেদিন তাঁকে এক দিনের ক্রিকেটের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার খবর দেন। তা শুনে নাজমুল তাঁকে বলেছিলেন, এক সাজঘরে তিন জন অধিনায়ক থাকা ঠিক নয়। প্রয়োজন মনে হলে শ্রীলঙ্কা সিরিজের পর তাঁকে টেস্ট দলের নেতৃত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হোক।চাপ কমানোর জন্য টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন নাজমুল। নিজের ব্যাটিংয়ে মনযোগ দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেন। বিসিবিও তাঁর ইচ্ছায় সম্মতি দিয়ে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করে লিটন দাসকে। তার পর তিন ধরনের ক্রিকেটে তিন জনকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেন বিসিবি কর্তারা। সেই মতোই এক দিনের ক্রিকেটে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় মিরাজকে। বোর্ডের এই পরিকল্পনা নাজমুলকে আগাম জানানো হয়নি। এমনকি শ্রীলঙ্কা সফরের আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার সময়ও নাজমুল জানতেন, তিনিই এক দিনের দলের অধিনায়ক। সেই মতোই কথা বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। তার পর হঠাৎ তাঁকে ডেকে বোর্ড কর্তারা জানান, এক দিনের ক্রিকেটে আর অধিনায়ক থাকছেন না। যা তাঁর কাছে অপমানজনক মনে হয়েছে।মিরাজের সঙ্গে তাঁর কোনও সংঘাত নেই বলে জানিয়েছেন নাজমুল। চোট সারিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন মিরাজ। যা স্বস্তি দিচ্ছে বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ককে। তবে শ্রীলঙ্কা থেকে দেশে ফিরেই বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন নাজমুল। বিসিবি দফতরে যেতে পারেন ইস্তফাপত্র নিয়ে। উল্লেখ্য, গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে থেকে বিসিবির সঙ্গে নানা ব্যাপারে মতবিরোধ শুরু হয় নাজমুলের।

পুরনো ক্লাবের মুখোমুখি মেসি, ক্লাব বিশ্বকাপে জিতেও বিদায় এক মাদ্রিদের, কবে মাঠে এমবাপে?

ক্লাব বিশ্বকাপে পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে লিয়োনেল মেসি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি খেলবে তাঁর পুরনো দল প্যারিস সঁ জরমঁর বিরুদ্ধে। সোমবার রাতেই দুই দল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা পাকা করেছে।প্যারিস সঁ জরমঁ হারিয়ে দিয়েছে সিয়াটেল সাউন্ডার্সকে। ২-০ গোলে জিতেছে প্যারিসের ক্লাবটি। গ্রুপ বি-তে পিএসজি, বোটাফোগো এবং অ্যাটলেটিকোর পয়েন্ট সমান। কিন্তু গোল পার্থক্যে পরের পর্বে চলে গেল পিএসজি এবং বোটাফোগো। গ্রুপ এ থেকে পরের পর্বে পৌঁছে গিয়েছে পামেইরাস এবং ইন্টার।ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে প্রথম বড় ক্লাব হিসাবে বিদায় নিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ব্রাজিলের ক্লাব বোটাফোগোকে ১-০ গোলে হারিয়েও বিদায় নিল তারা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা পাকা করে ফেলল বোটাফোগো।ক্লাব বিশ্বকাপে টিকে থাকতে হলে অ্যাটলেটিকোকে ৩-০ গোলে জিততে হত। কিন্তু মাত্র এক গোলে জেতায় বিদায় নিল স্প্যানিশ ক্লাব। গোটা ম্যাচে ব্রাজিলের ক্লাবটি রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে চাপে ফেলে দেয় অ্যাটলেটিকোকে। যদিও আক্রমণ করা থামায়নি স্প্যানিশ ক্লাব। ৮৭ মিনিটের মাথায় আঁতোয়া গ্রিজমান একটি গোল করেন। তাতে ম্যাচ জিতলেও পরের পর্বে উঠতে পারল না অ্যাটলেটিকো।গ্রুপ এইচ-এর ম্যাচে জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৩-১ গোলে তারা হারিয়ে দিয়েছে মেক্সিকোর ক্লাব পাচুকাকে। জয়ের পর মাদ্রিদের কোচ জাভি আলান্সো বলেন, “গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন কিলিয়ান এমবাপে। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাকে। পরীক্ষা করানো হয়েছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি দলে পাব ওকে। তবে ও কেমন থাকছে তা প্রতি দিন লক্ষ রাখা হচ্ছে। দেখা যাক ও কেমন থাকে।” দু’ম্যাচে চার পয়েন্ট পেয়েছে মাদ্রিদ। পরের পর্বে উঠতে হলে শেষ ম্যাচে জিততে হবে তাদের।

ফিল্ডিংয়ের খুঁত ধরিয়ে দিলেন ব্যাটিং কোচ! যশস্বী, জাডেজাদের নিয়ে হতাশ সীতাংশু

শনিবার প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের তিনটি ক্যাচ ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। তার মধ্যে দু’টি ক্যাচ ফেলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। একটি ক্যাচ ফেলেছেন রবীন্দ্র জাডেজা। দলের ফিল্ডিং নিয়ে হতাশ ব্যাটিং কোচ। জানালেন, এই বিভাগে তাঁদের অনেক উন্নতি করতে হবে।দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সীতাংশু বলেন, “ফস্কানো ক্যাচ এবং নো-বল নিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে হতাশ। সাধারণত আমরা ফিল্ডিংয়ের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ। তবে সাপোর্ট স্টাফ এবং দল হিসাবে একটা দুর্ভাগ্যজনক দিন গিয়েছে আমাদের। এমনিতে আমরা ভালই বল করেছি। দু’-একটা ওভার খারাপ গিয়েছে। উইকেটে এখনও কিছু রয়েছে। আমরা সেটা পুরোপুরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।”

বাধারঘাটে ৩ কিশোরের মৃত্যুতে

মুখ্যমন্ত্রীর সমবেদনা ও আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: সম্প্রতি আগরতলার বাধারঘাটে মাতৃপল্লী এলাকায় এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় তিনজন কিশোরের জলে ডুবে প্রাণহানি ঘটে। এরা হলেন ববি শুক্লা দাস, শুভজিৎ দে এবং শুভম দেব। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত শোকাহত পরিবারবর্গের সদস্যদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মৃত প্রত্যেকের পরিবারবর্গের হাতে আর্থিক সহায়তা হিসাবে চার লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন।

বক্সনগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে গুরুতর আহত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ জুন : বক্সনগর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। অভিযোগ, পাচারকালে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। বর্তমানে ওই যুবক জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। ওই ঘটনায় বক্সনগর পশ্চিম পাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, বক্সনগর এলাকার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি তাঁরকাটা বেড়া সংলগ্ন স্থানগুলি দিয়ে এপার ওপার পাঁচার বাণিজ্যের রমরমা ব্যবসা বাণিজ্য আজও বর্তমান। সীমান্তবর্তী এলাকা ওই পাচার বাণিজ্য করিডোর।

গতকাল রাতে বক্সনগর পশ্চিমপাড়া তাঁরকাটা সংলগ্ন ১৮৯ নম্বর গেটের এলাকা দিয়ে পাচারকারী কাপড়ের গাইড পার করার সময় বিএসএফের ছোড়াগুলিতে এক যুবক আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় বক্সনগর সীমান্তে ৪৯ বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান কঠোর নিরাপত্তায় কাজ করছে।

গোপন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচারকারী রেজাউল হোসেন কাপড় গাইড পাট্টা দিয়ে পার করার সময় বিএসএফ নজরে পড়ে যায়। তখনই বিএসএফ রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে দৌড়ঝাপ শুরু করে নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলি গুলি ছুঁড়ে। নন-ল্যাথেল বন্দুকের গুলি রেজাউল হোসেনের পিঠে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, প্রতিনিয়ত রেজাউল হোসেন এপার ওপার বাণিজ্য সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তার বাড়ি বক্সনগর ৬ নং ওয়ার্ডে। পিতার নাম আবুল হোসেন। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। গোটা এলাকা গুলিতে আহত ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

ড্রাগের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস পালন ১ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: আগামী ১ জুলাই সকাল ১১টায় আগরতলা টাউনহলে ড্রাগের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৫ পালন করা হবে। এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা এবং ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, অধিকর্তা তপন কুমার দাস এবং পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।

এই রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে আজ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। এই প্রস্তুতি বৈঠকে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল, রাঞ্চল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এ. এন.) মীনা কুমারী দেববর্মা ছাড়াও উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার সূচনা করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এন.সি.সি., এন.এস.এস., স্বেচ্ছাসেবক সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৯০০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকবে। তিনি বলেন, ড্রাগের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে স্লোগান প্রতিযোগিতা ও পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এছাড়া নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রত্যেক জেলায় বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক জেলার বিজয়ী দল রাজ্যভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এছাড়া মূল অনুষ্ঠানে সকলের জন্য থাকবে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। তিনি জানান, রাজ্যভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রস্তুতি সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণও আলোচনায় অংশ নেন।

অবৈধভাবে ভারতে এসে পুলিশের হাতে আটক তরুণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ জুন: বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসে পুলিশের হাতে আটক হল এক তরুণী। অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে তদন্তে নেমেছে প্রশাসন।

জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে বক্সনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বক্সনগর রাজবাড়ি এলাকার আবু হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সূত্রে খবর, ধৃত তরুণী বাংলাদেশের সিলেট জেলার বাসিন্দা এবং তার কোনো বৈধ ভিসা কিংবা পাসপোর্ট নেই। তিনি তার খালাতো বোনের ডাকে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেন। বোনটি বক্সনগর পুরানবাড়ির বাসিন্দা আবু হোসেনের স্ত্রী, যিনি বহু বছর আগে সিলেট থেকে বিবাহসূত্রে ভারতে আসেন।

অভিযোগ, স্বামী বিদেশে থাকাকালীন ও পরবর্তীতে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরার পরও ওই গৃহবধূ বিভিন্ন যুবকের সঙ্গে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। জানা গেছে, বর্তমানে তিনি আগরতলার জিবি হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরিতে যুক্ত, যার অজুহাতে তিনি প্রায়শই আগরতলা যাতায়াত করেন। অভিযোগ আরও, তিনি তার খালাতো বোনকে বাংলাদেশ থেকে ডেকে আনেন এবং একই কার্যকলাপে যুক্ত করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক তরুণীকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিকে, ওই তরুণীকে ছাড়ানোর জন্য কমলনগরের বাসিন্দা এক ব্যক্তি, যার নাম সাইফুল, থানায় যাতায়াত শুরু করেছেন বলে জানা যায়। ঘটনা নিয়ে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং পুরো চক্রের নেপথ্যে আর কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদেশি নাগরিকের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাইক সহ তিন চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন : চুরি যাওয়া দুটি বাইক সহ তিন জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্রের নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এনসিসি থানার ওসি। এনসিসি থানার ওসি জানিয়েছেন, বাইক চুরির মামলা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। তাছাড়াও, কিছু দিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় থেকে বাইক চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল গোপন সংবাদের ভিত্তি খবর আসে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অবশেষে রামনগর এবং মধুপুর এলাকা থেকে চোর চক্রের মূল অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। এদিন তিনি আরও বলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানা গিয়েছে চুরি যাওয়া বাইকগুলো মধুপুর দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করেন।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: জম্পুইজলা থেকে জিরানিয়া যাওয়ার পথে বেলবাড়ি এলাকায় রাস্তার পাশে গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার এনএস ২০০ মডেলের একটি বাইক। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুরে। জানা যায়, বেলবাড়ি এলাকার এক জনজাতি কৃষক গরু নিয়ে জমিতে যাওয়ার পথে আচমকাই দেখতে পায় গভীর জঙ্গলে উক্ত বাইকটি পড়ে রয়েছে। বাইক উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে জোড়ো হতে থাকে খবর পাঠায় রাধাপুর থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে রাধাপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলের ছুটে আসে। বাকইটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তবে এলাকাবাসী ও পুলিশের ধারণা বাইকটি চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে চোরের দল গভীর জঙ্গলে ফেলে দেয়।

তবে বাইক উদ্ধার করার পর পুলিশের অনুমান দীর্ঘদিন যাবত গভীর জঙ্গলে পড়েছিল বাইকটি। তবে উদ্ধার বাইকটির মধ্যে কোনরকম নাম্বার প্লেইট নেয়। পুলিশ বাইক উদ্ধারের বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত থানায় মেসেজ পাঠিয়েছে বলে জানা যায়। তবে বাইকটি কোথাও চুরি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দুটি পৃথক অভিযানে সাফল্য পেয়েছে জিআরপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন : দুটি পৃথক অভিযানে সাফল্য পেয়েছে জিআরপি। গতকাল আগরতলায় রাজধানী এক্সপ্রেস আসার পর চেকিংয়ের সময় ২৭০ বোতল এসকফ উদ্ধার করে। পাশাপাশি, অন্য একটি অভিযানে ৯টি প্যাকেটে মোট ২১ কেজি ৪৯০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জিআরপি ওসি তাপস দাস বলেন, গতকাল আগরতলায় রাজধানী এক্সপ্রেস আসার পর চেকিং এর সময় ২৭০ বোতল এস কফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১ লক্ষাধিক টাকা বলে জানান আগরতলা জি আর পি পুলিশ।

অন্য একটি অভিযানে, গতকাল সন্ধ্যায় এক মেয়েকে আটক করে। তাঁর কাছ থেকে ৯টি প্যাকেটে মোট ২১ কেজি ৪৯০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। সে এই গুলি ট্রলি ব্যাগে করে দিল্লির উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ওই মেয়েটির বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। আজ তাকে আদালতে তোলা হবে বলে জানান আগরতলা জি আর পি থানার ওসি তাপস দাস।

তেলিয়ামুড়ায় বধূ হত্যার তদন্তে নামল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন : তেলিয়ামুড়ায় গৃহবধুর মৃত্যুর তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে ফরেন্সিক টিম। ফরেন্সিক টিম তাদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে বলে জানান তেলিয়ামুড়া থানার ও সি রাজীব দেবনাথ।

উল্লেখ্য, গৃহবধুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত কাল থেকেই বিভিন্ন মেডিকেল দোকানের পরিচালিত ডাক্তারের চেম্বার নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। গত কালের উত্তেজিত পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসন ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে গোটা বিষয়টি। সঠিক তদন্তের জন্য গতকাল বিধায়িকা ও প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন। সেই অনুসারে পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তদন্তে নামে। মঙ্গলবার এরই অঙ্গ হিসেবে ফরেন্সিক টিম তাদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে বলে জানান তেলিয়ামুড়া থানার ও সি রাজীব দেবনাথ।

অন্য দিকে, মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর নিহত রাখী সাহার মৃত দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের হাতে। হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা কল্যানী সাহা রায়। সেখানে উপস্থিত থেকে সমস্ত রকম অফিশিয়াল কাজে সহযোগিতা করতে দেখা যায় বিধায়িকাকে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি ঘটনার সঠিক তদন্তের আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়াও পরিবারকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা প্রদানে আস্বস্ত করেন। এদিনি বিধায়িকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিজেপি মন্ডল সভাপতি অচিন্ত ভট্টাচার্য।

হাওড়া নদীতে ছাড়া হল দেড় লাখ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় হাওড়া নদীতে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জলজ জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে গতকাল এক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জিরানীয়া ব্লক চৌমুহনী এলাকায় হাওড়া নদীতে প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ছাড়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। তিনি বলেন, এই ধরণের উদ্যোগ শুধু নদীর জৈব সম্পদ বৃদ্ধিতেই সহায়ক নয়, পাশাপাশি স্থানীয় মৎস্যজীবিদের জীবিকা সংস্থানে এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের পথকেও সুদৃঢ় করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মাছের পুন:প্রজনন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই কর্মসূচির জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের উপ অধিকর্তা বিজয় রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিজিৎ দেববর্মা প্রমুখ। জিরানীয়া মৎস্য কার্যালয়ের মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক সুজাতা দেববর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চলকে সমস্ত ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেছে কংগ্রেস : রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন : স্বাধীনতার পর থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চলকে উপেক্ষিত করেছে কংগ্রেস সরকার। যোগাযোগ, অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্র সহ সমস্ত ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার উত্তরপূর্বাঞ্চলকে বিকশিত করার জন্য অফুরন্ত প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, দেশের তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা শিরোপা অর্জন করেছে। সাধারন গনিত, ব্যাংকিং ও ডিজিটাল সাক্ষরতায় ভারত আজ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কার্যকর সাক্ষরতার দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে। এদিন রাজীব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারত এবখ বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজ্যে উল্লাস-নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচিতে ১৫ বছর বা তদূর্ধ বয়সের অসাক্ষর নাগরিকদের সাক্ষর করে তোলার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক সহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী যারা এই অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রত্যেকেই কোনও পারিশ্রমিক বা স্বার্থ ছাড়াই সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে এই মহাযজ্ঞকে সফল করেছেন। ওরা প্রত্যেকেই আমাদের সাক্ষরতার সৈনিক। পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার পর থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চলকে উপেক্ষিত করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস সরকার। কংগ্রেস সরকারের আমলে উত্তরপূর্বাঞ্চলকে যোগাযোগ, অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্র সহ সমস্ত দিক দিয়ে উপেক্ষিত করা হয়েছিল। এমনকি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন উত্তরপূর্বাঞ্চলে প্রবাস করেননি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার উত্তরপূর্বাঞ্চলকে বিকশিত করার জন্য অফুরন্ত প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে।

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে

পুর ওয়ার্ডগুলিতে হবে সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য শিবির ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন: এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধে আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে। আজ কর্পোরেটারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে বর্তমানে রাজ্যে এইচআইভি/এইডসের পরিস্থিতি নিয়ে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ পুর নিগমের অন্যান্য কর্পোরেটরদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুর নিগম এলাকায় এইডস প্রতিরোধে কর্পোরেটরদের আর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা নিয়ে আজকের এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, রাজ্যবাসীকে এইডস এবং এইচআইভি থেকে সর্তকতা করার লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে ডাক দিয়েছেন তা পূরণ করার লক্ষ্যে পুর নিগমের তরফ থেকে এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সময়ে জল জীবন মিশনের "হর ঘর জল হর ঘর নল" শীর্ষক প্রকল্প একটা চর্চিত বিষয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন : দীর্ঘদিন ধরে সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয় "হর ঘর জল-হর ঘর নল" প্রকল্পের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা গুলোর মধ্যে পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে বা হচ্ছে। তবে কিছু কিছু জায়গায় এমন কিছু কিছু ঘটনা উঠে আসছে যে ঘটনা গুলো দাবি করছে প্রকৃত অর্থে অনেকেই "হর ঘর জল- হর ঘর নল" প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কোন এক অজ্ঞাত কারণে।

এরকমই এক জনপদের নাম তেলিয়ামুড়া মহকুমার উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকা। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার নামে সরকারের তরফ থেকে সাপ্লাই পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে , যথারীতি এলাকার প্রত্যেকটা পরিবার থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে দাবি করা হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে।

তবে আক্ষেপের সুরে এলাকাবাসীদের বক্তব্য হচ্ছে, দীর্ঘ প্রায় এক বছরের বেশি সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও ওই এলাকার সাপ্লাই পয়েন্ট গুলো দিয়ে জল আসার নাম নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে কেউ সরকারি কল থেকে জল আনছেন, আবার কেউবা অতি কষ্ট করে নিজের গাটের পয়সা খরচ করে বাড়িতে কলের ব্যাবস্থা করছেন।

এই বিষয়ে এলাকাবাসীদের একটা অংশের অভিযোগ হচ্ছে, স্থানীয় গ্রাম প্রধান লিটন মল্লিক থেকে শুরু করে শাসকদলের বিভিন্ন স্তরের নেতা, সবকিছু জেনেও কোন প্রকার ভূমিকা গ্রহণ করছেন না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কোষাগারের লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে জল জীবন মিশনের "হর ঘর জল- হর ঘর নল" প্রকল্প এভাবে মুখ থুবড়ে পড়াটা শুধু উত্তর কৃষ্ণপুর নয়, গোটা রাজ্যের জন্যই একটা নেতি বাচক বার্তা।

আদালতের রায়ে প্রায় ৩০ বছর ধরে চলা মালিকানা বিতর্কের অবসান ঘটলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন: উত্তর জেলার ধর্মনগর পূর্ব বাজার সংলগ্ন আনুমানিক পাঁচ গণ্ডা জমি নিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ধরে চলা মালিকানা বিতর্কের অবসান ঘটলো আজ। স্থানীয় কিছু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে উক্ত জমিটি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিল। জমির প্রকৃত মালিক অভিজিৎ বনিক দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে আসছিলেন। প্রথমে বিষয়টি উত্তর জেলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে মামলাটি উচ্চতর আদালত অর্থাৎ হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে আদালতের চূড়ান্ত রায় অনুযায়ী আজ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে জমির প্রকৃত মালিক অভিজিৎ বনিকের হাতে জমির মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। আজকের উচ্ছেদ অভিযানে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তা বাহিনী উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। এই দীর্ঘ মামলা নিষ্পত্তির ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। অভিজিৎ বনিক আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আইনের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে ন্যায়বিচার পেলাম।' প্রসঙ্গত, এই জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিলতা চলছিল এবং একাধিকবার বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আজকের এই রায়ে আইনের শাসনের প্রতি আবারও সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে।

আজ কালো দিবস পালন করবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জুন : ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশের ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। টানা ২১ মাস ধরে চলা এই জরুরি অবস্থার সময় দেশের গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। সংবাদমাধ্যম, বিচার বিভাগ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কণ্ঠরোধ করে দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম করা হয়েছিল বলে দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস।

আগামীকাল ২৫ জুন 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। উত্তর ত্রিপুরার পদ্মপুরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস। উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল নাথ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিজেপির সভাপতি কাজল দাস।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল। সংবিধানের ৩৫২ ধারায় রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ এই জরুরি অবস্থার নির্দেশ দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। এই সময়ে নাগরিক অধিকার স্থগিত, বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার, সংবাদমাধ্যমে কঠোর সেন্সরশিপ এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল।

তিনি জানান, জরুরি অবস্থার সেই অন্ধকার অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে জনগণকে গণতন্ত্র রক্ষায় সচেতন ও সক্রিয় থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রতি বছর ২৫ জুন দিনটিকে 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করে বিজেপি। তিনি আরও বলেন, জরুরি অবস্থার সময় দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যা ভারতের ইতিহাসে চরম অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত, ২৫ জুন ভারতের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন, কারণ এই দিনেই ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল, যা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর বড় ধরনের আঘাত হিসেবে চিহ্নিত। এই সময়ে নাগরিক অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা এবং বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন করা হয়েছিলযা গণতন্ত্রের মৌলিক চেতনার পরিপন্থী।

এই দিনটি মনে করিয়ে দেয়, গণতন্ত্র কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতীক। গণতন্ত্রের এই চরম সংকট ও তার থেকে উত্তরণের ইতিহাস ভারতের নাগরিকদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতার বার্তা বহন করে। তাই, ২৫ জুন ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন, যা ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রেরণা জোগায়। নিশ্চিতভাবেই, ২৫ জুনের মতো দিন স্মরণে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য বোঝার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এই দিনটি শুধু অতীতের একটি ঘটনা নয়, বরং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেকের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। আপনি নিচের উপায়ে আপনার দায়িত্ব বুঝতে ও পালন করতে পারেন। ইতিহাস জানা ও অন্যকে জানানো জরুরি অবস্থার সময় কী ঘটেছিল, কীভাবে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছিলএই ইতিহাস জানা এবং অন্যদের জানানো আপনার দায়িত্ব। এতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা নিজের এবং অন্যের মত প্রকাশের অধিকারকে সম্মান করুন ও রক্ষা করুন। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা ও বিরোধী কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব বোঝা জরুরি। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিস্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচারএই মূল্যবোধগুলো নিজের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকুন। নিয়মিত ভোটাধিকার প্রয়োগ, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন থাকা, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাএগুলো একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য। পরবর্তী প্রজন্মকে গণতন্ত্রের গুরুত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দিন, যাতে তারা সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ২৫ জুনের মতো দিন আমাদের শেখায়গণতন্ত্র রক্ষা করা কেবল সরকারের নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে, সচেতন ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানোই আপনার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas